Islami Ain O Bichar
Vol. 16, Issue: 62 & 63
April-June & July-Sept. 2020

বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার হালাল সনদ ইস্যুর প্রক্রিয়া ও নীতিমালা একটি তুলনামূলক আলোচনা

Procedure and Guidelines for Halal Certification in Bangladesh and Malaysia: A Comparative Study

Md. Mesbah Uddin*

ABSTRACT

Consumption of Halal (lawful) foods, wearing of halal garments and leading life in halal ways have immense significance to ensure peace in this world and to get redemption in the hereafter. In Muslim majority countries and regions halal foodstuffs and other necessary products are usually available. But in non-Muslim majority countries and regions the reverse picture is evident and for this reason Muslims living in those countries and regions remain worried in this regard. To get rid of this problem halal certification and logo on different types of products are extremely essential. This research paper aims to portray a comparative picture of Bangladesh and Malaysia as regards the guidelines of halal certification and the procedure of issuance. The author has relied on descriptive and analytical methods to explicate the guidelines of halal certification. Moreover, the paper has employed comparative methodology to enumerate the similarities and dissimilarities existing between two states in this regard. The research has substantially demonstrated that halal sector, being a crucial sector in contemporary period, has ample potentials in Bangladesh as well. However, Malaysia is staying ahead of Bangladesh as regards the enactment of statute, adoption of policies, rules, regulations, developing manuals and the implementation of those laws and policies in an efficacious way. More emphasis on this issue by Bangladesh will contribute to the increase of revenue income as well as the generation of more demands for Bangladeshi products beyond its territories.

Keywords: halal certificate; consumer goods; halal sector; halal-haram (lawful and unlawful); Bangladesh; Malaysia

* Md. Mesbah Uddin is a PhD Researcher, Department of Islamic Studies, University of Dhaka. email: mesbah1980du@gmail.com

সারসংক্ষেপ

ইসলামে হালাল খাদ্য ভক্ষণ, হালাল বস্তু পরিধান ও হালাল পদ্ধতিতে জীবনযাপন দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন। মুসলিম দেশ ও অঞ্চলসমূহে প্রথাগতভাবে হালাল পণ্য, ভোগ্য সামগ্রী ও অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্য হালাল হলেও অমুসলিম দেশ ও অঞ্চলে এ চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত, সেখানে এগুলো সহজপ্রাপ্য নয়। এ কারণে সেসব এলাকার মুসলিম জনসাধারণকে এ বিষয়ে অনেক উৎকণ্ঠায় থাকতে হয়। এ থেকে মুক্তির উপায় হলো পণ্যে বা ভোগ্য বস্তুর হালাল সনদ ও লোগো। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটি হালাল সনদ বিষয়ক। এর উদ্দেশ্য হলো, বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার হালাল সনদ নীতিমালা ও সনদ ইস্যুর প্রক্রিয়ার তুলনামূলক আলোচনা করা। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে উভয় দেশের নীতিমালা ও সনদ ইস্যুর প্রক্রিয়া তুলে ধরা হয়েছে এবং তুলনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করে এ বিষয়ে উভয় দেশের মধ্যকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছে, হালাল উন্নয়ন সেক্টর বর্তমান সময়ের গুরুত্বপূর্ণ একটি সেক্টর। বাংলাদেশের এ সেক্টরের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, এ বিষয়ক আইন, নীতিমালা, মানুয়্যাল, সহায়ক আইন প্রণয়ন ও তার যথাযথ বাস্তবায়নের দিক থেকে মালয়েশিয়া বাংলাদেশের চেয়ে অগ্রসর। তাছাড়া বাংলাদেশ এ বিষয়টি আরও গুরুত্ব প্রদান করলে এক্ষেত্রে রাজস্ব আয় ও বহির্বিশ্বে বাংলাদেশী পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে।

মূল শব্দগুচ্ছ : হালাল সনদ; ভোগ্যপণ্য; হালাল সেক্টর; হালাল-হারাম; বাংলাদেশ; মালয়েশিয়া।

ভূমিকা

ইসলামী শরীআতে হালাল-হারাম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কুরআন ও সুন্নাহ্র ভিত্তিতে যেসব বিষয়কে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে শরীআতের পরিভাষায় তা হালাল। পক্ষান্তরে কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে যেসব বিষয়কে অবৈধ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে তা হারাম। হালাল-হারাম বিধানের উদ্দেশ্য হলো, মানবজাতির কল্যাণসাধন এবং অপবিত্রতা, অকল্যাণ ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। এ বিধান পালনেই নিহিত রয়েছে মানুষের আত্মার কল্যাণ, দেহের কল্যাণ এবং বিবেক-বুদ্ধির সুস্থতা। এ বিধান ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অথচ কোনো কোনো গোষ্ঠী আল্লাহ্র বিধান অমান্য করে অনেক পবিত্র জিনিস নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছে এবং অনেক নিষিদ্ধ জিনিসকে নিজেদের জন্য হালাল করে নিয়েছে। যদিও এ জাতীয় কাজ ধর্ম, নৈতিকতা তো বটে বরং আধুনিক বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রের দৃষ্টিতে মারাত্মক ক্ষতিকর। এ কারণে বিশ্বের ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ এখন উন্নত মানের হালাল খাদ্য, ভোগ্যপণ্য, প্রসাধন সামগ্রী ও ফার্মাসিউটিক্যাল্স দ্রবাদি উৎপাদন ও ভোগ করতে সচেষ্ট। যেহেতু কুরআন-হাদীসের আলোকে হালাল খাদ্য গ্রহণ করা এবং হারাম থেকে বিরত থাকা মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক এবং দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি এর উপর নির্ভরশীল, সেহেতু মুসলিমগণ হালাল খাদ্য গ্রহণ ও

হারাম থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে সর্বদা উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকে। যদিও অধিকাংশ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় ধর্মীয়, প্রথাগত ও ঐতিহ্যগতভাবে হালাল খাদ্য ও ভোগ্যপণ্য সহজলভ্য, তথাপি অনেক অমুসলিম দেশ ও অঞ্চলে হালাল খাদ্য, হালাল ভোগ্যপণ্য ও হালাল বস্তু সহজপ্রাপ্য নয়। এ কারণে ঐসব অঞ্চলের মুসলিমদেরকে শরীআতের এ বিধান পালনে বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এ অবস্থা বিবেচনায় এনে বর্তমানে Halal Sector Development (হালাল সেক্টর উন্নয়ন)-এর অধীনে বিশ্বের সকল জায়গায় হালাল খাদ্য, ভোগ্যপণ্য, প্রসাধন সামগ্রী, ফার্মাসিউটিক্যাল্স ইত্যাদি সহজপ্রাপ্য করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে।

হালাল সনদ ও লোগো হালাল সেক্টর উন্নয়নের মূল নিয়ামক। এ সনদ ও লোগো কোনো বস্তু হালাল হওয়ার ঘোষণা করে। অর্থনীতিতে বর্তমানে হালাল সনদ প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনাময় সেক্টর হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। প্রতি বছর বিশ্বে হালাল পণ্যের ব্যবসা সম্প্রসারিত হচ্ছে। বিশ্বের বহু দেশ যেমন- মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ইরান, জর্ডান, তুরস্ক, নাইজেরিয়া, আলজেরিয়া, সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহ ছাড়াও থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, সুইডেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, আর্জেন্টিনা, চীন, ভারতসহ বিশ্বের অনেক দেশ হালাল মার্কেটে প্রবেশ করার জন্য হালাল সনদ প্রদান করে আসছে। হালাল সনদ প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও এসব দেশ এগিয়ে চলেছে। এ গুরুত্ব বিবেচনায় বাংলাদেশেও ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২০০৭ সাল থেকে হালাল সনদ প্রদান করা শুরু করেছে।

হালাল সনদ প্রদানকারী প্রতিটি সংস্থা নিজস্ব নীতিমালার আলোকে হালাল সনদ প্রদান করে। অন্যভাবে বলা যায়, প্রত্যেক সংস্থার হালাল সনদ প্রদানের নিজস্ব নীতিমালা রয়েছে, যার অনুসরণের মাধ্যমে হালাল সনদ ইস্যু করা হয়। উক্ত নীতিমালায় সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ বিধৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল সনদ ইস্যু করে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল সনদ নীতিমালা ২০১৫' এর ভিত্তিতে। মালয়েশিয়া এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাদের ধর্ম মন্ত্রণালয়াধীন প্রতিষ্ঠান Department of Islamic Development Malaysia / Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) প্রণীত নীতিমালার আলোকে।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে হালাল সেক্টরে সক্রিয় দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দুটি দেশ বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার হালাল সনদ নীতিমালা নিয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিশেষত দুটি দেশের হালাল সনদ ইস্যুর প্রক্রিয়াকে পৃথকভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রবন্ধে ইসলামে হালাল হারামের গুরুত্ব, হালাল সনদের পরিচয়, হালাল সনদের পরিসর, বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ায় হালাল সনদ ইস্যুর প্রক্রিয়া, নীতিমালা ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। হালাল সনদ ইস্যুর প্রক্রিয়া ও নীতিমালার তুলনামূলক পর্যালোচনা করতে যেয়ে মূলত উভয় দেশের নীতিমালার মধ্যে সাদৃশ্য ও

বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। যথা নিয়মে গবেষণা ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে এবং সুপারিশ পেশ করা হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে প্রথমত বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে উভয় দেশের নীতিমালা ও সনদ ইস্যুর প্রক্রিয়া তুলে ধরা হয়েছে এবং পরবর্তীতে তুলনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করে এ বিষয়ে উভয় দেশের মধ্যকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ইসলামে হালাল-হারামের গুরুত্ব

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। মানবকল্যাণের সকল বিষয় ইসলাম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে। হালাল-হারাম ইসলামের একটি মৌলিক বিষয়। মুসলিমমাত্র সকলেই হালাল গ্রহণ ও হারাম বর্জন করতে বাধ্য। এ বিধান লঙ্ঘনের কোনো অধিকার কারো নেই। মহান আল্লাহ নিজেই হারাম এবং হালালের বিধানদাতা। তিনি আল-কুরআনুল কারীমে হালাল এবং হারামের বিধান বর্ণনা করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সা.-এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহ মানুষের ভোগ ও ব্যবহারের জন্য যা অনুমোদন দিয়েছে ও বৈধ করেছে তাই হালাল। পক্ষান্তরে যা নিষেধ করেছে তা হারাম বা নিষিদ্ধ।

হালাল খাদ্যপণ্য গ্রহণ, সর্বোপরি হালাল জীবনযাপন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে নবী-রাসূলগণ, মুমিনগণ ও মানবমণ্ডলী এ তিন শ্রেণিকে পৃথক পৃথকভাবে হালাল খাদ্য গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। নবী-রাসূলগণের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে খাও এবং সৎ কাজ করতে থাকো; নিশ্চয় তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আমি জ্ঞাত। (Al-Qurān, 23:51)

ঈমানদারগণকে উদ্দেশ্য করে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾

হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে আমি যেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা থেকে আহার কর এবং আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা শুধু তারই ইবাদত কর। (Al-Qurān, 2:172)

অন্য আয়াতে তিনি বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ - وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যেসব পবিত্র বস্তু হালাল করেছেন সেগুলোকে তোমরা হারাম মনে করো না এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ তোমাদেরকে যে হালাল ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন তা থেকে ভক্ষণ করো এবং ভয় করো আল্লাহকে যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী। (Al-Qurān, 5:87-88)

একই নির্দেশ গোটা মানব জাতিকে প্রদান করেছেন এভাবে,

﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾

হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা থেকে তোমরা আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (Al-Qurān, 2:168)

অতএব হালাল খাদ্যপণ্য ও জীবিকা অর্জন মুসলমানদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শুধু মুসলমান নয়, পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য হালাল গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ হালাল খাদ্যপণ্য সকল মানুষের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত।

হালালের বিপরীত হলো হারাম। যা হারাম তা মানুষের জন্য অনিরাপদ এবং অকল্যাণকর। এ কারণে ইসলামে সেগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলাম যেসব বস্তুকে হারাম বা নিষিদ্ধ করেছে তার মধ্যে কোনো-না-কোনোভাবে মানবদেহের জন্য বা মনুষ্যত্ববোধের জন্য ক্ষতিকর বিষয় রয়েছে। ইসলামে নিষিদ্ধ বস্তুগুলোর মৌলিকগুলো কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾

তোমাদের ওপর যা হারাম করা হয়েছে তা তোমাদের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। (Al-Qurān, 6:119)

ইসলাম যেসব খাদ্যবস্তু হারাম করেছে তার বর্ণনা এসেছে এভাবে:

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যার উপর আল্লাহ্‌র নাম ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ নাফরমান কিংবা সীমালঙ্ঘনকারী নয় তার কোন পাপ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (Al-Qurān, 52:173)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾

তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ব্যতীত অপরের নামে জবেহকৃত পশু আর শ্বাসরোধে মৃত জন্তু, প্রহারে মৃত জন্তু, পতনে মৃত জন্তু, শৃংগাঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু; তবে যা জবেহ করতে পেরেছ তা ব্যতীত, আর যা মূর্তি পূজার বেদীর উপর বলি দেওয়া হয় তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা, এসব পাপকার্য। (Al-Qurān, 5:3)

ইসলামের হালাল-হারাম বিধানের পরিপালন একদিকে যেমন দুনিয়ার জীবনে সুস্থ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় থাকার জন্য গুরুত্ববহ, তেমনি আখিরাতের জীবনের শান্তি ও সুখের

জন্যও অপরিহার্য। কেননা হালাল খাদ্য ভক্ষণ, হালাল উপার্জন, হালাল বস্তু ব্যবহার ছাড়া আল্লাহ ইবাদত কবুল করেন না। এ সম্পর্কে মহানবী সা. বলেছেন,

إنَّ الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإنَّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المُرسلين؛ فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا [المؤمنون:٥١]، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ [البقرة:١٧٢]، ثم ذكر الرجلَ يُطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغُذي بالحرام، فأنَّى يُستجاب له؟!

"আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু কবুল করেন না। ঈমানদারদেরকে তিনি সে আদেশই দিয়েছেন যার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন তার নবী-রাসূলগণকে। তিনি বলেছেন, 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু থেকে খাও এবং সৎ কাজ করতে থাকো; নিশ্চয় তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আমি জ্ঞাত।' (সূরা আল-মুমিনূন : ৫১)। তিনি আরো ইরশাদ করেছেন, 'হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে আমি যেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি, তা থেকে আহার কর।' (সূরা বাকারা : ১৭২)। এরপর তিনি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যে ব্যক্তি দীর্ঘ সফর করে ধূলায় ধূসরিত এলোমেলো চুল নিয়ে সে আকাশের দিকে দুহাত তুলে বলে, হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম এবং তার শরীর গঠিত হয়েছে হারামে। অতএব, তার দু'আ কিভাবে কবুল করা হবে?" (Muslim 2006, 1/450, 1015)

এ হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, শুধু হালাল খাদ্য নয় বরং হালাল পরিধেয়, হালাল পানীয়, হালাল ঔষধসহ শরীর গঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব কিছু হালাল হতে হবে। এককথায় জীবনঘনিষ্ঠ সব ভোগ্যপণ্য হালাল হতে হবে। কিন্তু বর্তমান সময়ে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের সঙ্গে ভোক্তা সরাসরি জড়িত থাকে না। প্রযুক্তির উৎকর্ষের সুবাদে পৃথিবীর এক প্রান্তের পণ্য অন্য প্রান্তে সরবরাহ করা হয়। এমতাবস্থায় পণ্যের হালাল হওয়ার কোনো প্রমাণ থাকলে ভোক্তার জন্য শরীআতের এ গুরুত্বপূর্ণ বিধান পালন করা সম্ভব হয়। এ পরিসরে তাই পণ্যের হালাল সনদের গুরুত্ব প্রকাশিত হয়।

মুশতাবিহাত

হালালও সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট; কিন্তু এই দুটির মধ্যে কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো সন্দেহযুক্ত। অধিকাংশ মানুষই সন্দেহযুক্ত বিষয় সম্পর্কে অসচেতন এবং এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ كَالرَّاعِى يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ

> হালাল এবং হারাম সুস্পষ্ট। এতদুভয়ের মধ্যে অনেক সন্দেহযুক্ত বিষয় রয়েছে (অর্থাৎ এগুলো না হালালের অন্তর্ভুক্ত, না হারামের অন্তর্ভুক্ত)। এসব ব্যাপারে অনেকেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয় পরিহার করে চলবে, তার দ্বীন ও ইজ্জত-সম্মান পবিত্র থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়ে লিপ্ত হবে, সে অচিরেই হারামেও লিপ্ত হয়ে পড়বে। (ফলে তার দ্বীন এবং মান-সম্মান কলুষিত হবে।) যেমন যেই রাখাল তার পশুপালকে নিষিদ্ধ এলাকার সীমার ধারে চরাবে, খুব সম্ভব তার পশু নিষিদ্ধ এলাকার ভিতরেও মুখ ঢুকিয়ে দেবে। তোমরা মনে রেখো, প্রত্যেক বাদশাহ্‌রই চারণভূমি (নিষিদ্ধ এলাকা) রয়েছে। মনে রেখো, আল্লাহ তাআলার চারণভূমি তাঁর হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ। (Muslim 2006, 4278)

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (৭৭৩-৮৫২ হি.) রহ. 'মুশতাবিহাত' বিষয় সম্পর্কে বলেছেন,

> وَحَاصِلُ مَا فَسَّرَ بِهِ الْعُلَمَاءُ الشُّبُهَاتِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ أَحَدُهَا تَعَارُضُ الْأَدِلَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ ثَانِيهَا اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ وَهِيَ مُنْتَزَعَةٌ مِنَ الْأُولَى ثَالِثُهَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مُسَمَّى الْمَكْرُوهِ لِأَنَّهُ يَجْتَذِبُهُ جَانِبَا الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ رَابِعُهَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْمُبَاحُ .
>
> আলিমগণ সন্দেহযুক্ত বিষয়সমূহকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার মূলকথা অনুসারে সন্দেহযুক্ত বিষয় চার প্রকার : ১. দলিল-প্রমাণের বিভিন্নতার কারণে সন্দেহযুক্ত হওয়া; ইতঃপূর্বে এ-বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ২. যে-বিষয়ে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে; এটি প্রথমটিরই একটি প্রকার। ৩. সন্দেহযুক্ত কথাটির উদ্দেশ্য হলো যেসব বিষয়কে মাকরূহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো; কারণ এসব বিষয় কাজটি করা ও পরিত্যাগ করা উভয়কে আকর্ষণ করে। ৪. সন্দেহযুক্ত বিষয়ের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুবাহ বা বৈধ বিষয়সমূহ। (Ibn Hazar 1379H, 1/172)

সন্দেহযুক্ত বিষয় এড়িয়ে চলাই ঈমানের দাবি; এতে হারামে পতিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে বেঁচে থাকা যায়।

হালাল সনদ

হালাল সনদ এমন এক দাপ্তরিক সনদ, যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সেবাটি ইসলামী শরীয়ার নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা ব্যবহার করা একজন মুসলিমের আকীদা-বিশ্বাস ও দীন পরিপালনের জন্য ক্ষতিকর নয়। হালাল সনদ একটি সাম্প্রতিক পরিভাষা বিধায় এর গ্রন্থাবদ্ধ তেমন সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। তথাপি কেউ কেউ এর পরিচয় প্রদানের প্রয়াস পেয়েছেন। নিম্নে কয়েকটি সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো:

Dictionary of International Trade এ হালাল সনদের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে,

> The Halal certificate is a document that guarantees that products and services aimed at the Muslim population meet the requirements of Islamic law and therefore are suitable for

> consumption in both Muslim-majority countries and in Western countries where there are significant population group who practice Islam (France, Germany, United Kingdom, Spain). হালাল সনদ এমন এক দলীল যা এ নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য প্রস্তুতকৃত পণ্য ও সেবা ইসলামী আইনের শর্তাবলি মোতাবেক হয়েছে এবং তা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে এবং যেসব পশ্চিমা রাষ্ট্রে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ ইসলাম পালন করে (ফ্রান্স, জার্মানী, যুক্তরাজ্য, স্পেন) উভয় স্থানে ব্যবহার উপযোগী। (Hinkelman 2020)

এ সংজ্ঞাটিতে হালাল সনদকে দুটি বিষয়ের স্বীকৃতিপত্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয় দুটি হলো, সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সেবাটি ইসলামী আইনের নীতিমালার ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এটি বিশ্বের সকল মুসলিমের ব্যবহার উপযোগী। তাছাড়া এখানে সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সেবাকে মুসলিমদের জন্য পৃথকভাবে তৈরি করা হয় মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

মালয়েশিয়া হালাল সনদ ম্যানুয়ালে মালয়েশিয়ান হালাল সনদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে এভাবে:

> Malaysia Halal Certificate is an official document stating the halal status of products and/ or services according to Malaysia Halal Certification scheme issued by the competent authority. মালয়েশিয়ান হালাল সনদ এমন এক দাপ্তরিক সনদ যা এ ঘোষণা দেয় যে, সংশ্লিষ্ট পণ্য এবং/ অথবা সেবাটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত মালয়েশিয়ান হালাল সনদ প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী হালাল। (JAKIM 2015, 13)

এ সংজ্ঞাটি মালয়েশিয়ার নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত হালাল সনদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এতে হালাল সনদকে একটি দাপ্তরিক প্রমাণপত্র হিসেবে বিশেষায়িত করা হয়েছে। এ প্রমাণপত্রের একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যই উল্লেখ করা হয়েছে, তা এ সাক্ষ্য দেয় যে, সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সেবাটি মালয়েশিয়ার যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হালাল নীতিমালা অনুযায়ী হয়েছে।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম হিন্দ হালাল সনদকে সংজ্ঞায়িত করেছেন নিম্নোক্তভাবে:

> شهادة الحلال هي في الحقيقة تصديق بان المنتجات مسموح بها بموجب الشريعة الإسلامية، وبالتالي هذه المنتجات صالحة للأكل والشرب والاستخدام للمسلمين.
>
> হালাল সনদ মূলত এ সত্যায়ন প্রদান করা যে, পণ্যটি ইসলামী শরীয়াহ এর আলোকে অনুমোদিত; ফলত পণ্যটি মুসলিমদের পান করা, খাওয়া ও ব্যবহার করার উপযুক্ত। (Jamiat 2020)

এ সংজ্ঞাটিতে হালাল সনদের একটি কার্যকারিতা উল্লেখ করা হয়েছে যে, এটি এ সাক্ষ্য দেয় যে, সংশ্লিষ্ট পণ্যটি গ্রহণ করা ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিতে অনুমোদিত।

আল-তুফাহা ম্যাগাজিন (مجلة التفاحة)-এর অনলাইন ব্লগে হালাল সনদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে:

> شهادة الحلال هي وسيلة تقوم بها هيئة مختصة ومختصة ونزيهة بمراجعة المنتج المعني، وتؤكد أن الإنتاج يتم وفقًا لمعايير الحلال، وبناءً على ذلك تقدم وثيقة معتمدة.
>
> হালাল সনদ এমন এক মাধ্যম যার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট, বিশেষায়িত ও উপযুক্ত কোন সংস্থা কোন প্রডাক্টের মূল্যায়ন করে থাকে এবং এ নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, পণ্যের উৎপাদন হালাল স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী হয়েছে এবং এরই ভিত্তিতে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করে। (Tufaha 2020)

এ সংজ্ঞাটিতে হালাল সনদকে নির্দিষ্ট সংস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, সংস্থাটি বিশেষিত ও উপযুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ তার আইনী বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা থাকতে হবে। হালাল সনদ দ্বারা মূলত এ সাক্ষ্য প্রদান করা হয় যে, সংশ্লিষ্ট পণ্যটি হালাল নীতির আলোকে প্রস্তুত হয়েছে।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায়, হালাল সনদ হলো, আইনগত কোনো সংস্থা কর্তৃক কোনো পণ্য বা সেবা সর্ম্পকে এ মর্মে প্রত্যয়ন প্রদান যে, উক্ত পণ্য বা সেবাটি ইসলামী শরীয়ার হালাল নীতিমালার আলোকে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং প্রস্তুতি, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেটজাতকরণ, লেবেলিংসহ প্রত্যেক স্তরে শরীয়ার পরিপালন করা হয়েছে। ফলে মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য এটি ব্যবহার বৈধ।

হালাল সনদের পরিসর

সমকালীন বিশ্বে মুসলিম ও অমুসলিম দেশে হালাল সেক্টর ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। এই সেক্টরের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে হালাল খাদ্য, ভোগ্যপণ্য, প্রসাধন সামগ্রী, ফার্মাসিউটিক্যাল্‌সসহ অন্যান্য দ্রব্য দেশীয় ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। অর্থনীতিতে বর্তমানে হালাল সনদ প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনাময় সেক্টর হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। প্রতি বছর বিশ্বে হালাল পণ্যের ব্যবসা সম্প্রসারিত হচ্ছে। এ প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ১৬ থেকে ২০ শতাংশ। খাদ্য, ওষুধ পোশাক-পরিচ্ছদ, প্রসাধনী, আর্থিক লেনদেন ও পর্যটনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলিম জনগোষ্ঠীর হালাল পণ্য ও সেবা গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এর বাজার বাড়ছে। অন্যতম মার্কেট রিসার্চ কোম্পানি এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৯ সালে হালাল মার্কেটের পরিমাণ ছিল, ১.৮ ট্রিলিয়ান মার্কিন ডলার। (IMARC 2020) ট্রান্সপারেন্সি মার্কেট রিসার্চ এর হিসাব অনুযায়ী ২০২৪ সাল নাগাদ এটি প্রায় সাড়ে ১০ ট্রিলিয়নে উন্নীত হবে। (Ittefaq 2018)

পৃথিবীজুড়ে হালাল পণ্য রফতানির ক্ষেত্রে ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও থাইল্যান্ড এগিয়ে রয়েছে। এছাড়াও বিশ্বের বহু দেশ যেমন- মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ইরান, জর্ডান, তুরস্ক, নাইজেরিয়া, আলজেরিয়া, সৌদি

আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহ ছাড়াও থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, সুইডেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, আর্জেন্টিনা, চীন, ভারতসহ বিশ্বের অনেক দেশ হালাল মার্কেটে প্রবেশ করার জন্য হালাল সনদ প্রদান করে আসছে। হালাল সনদ প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও এসব দেশ এগিয়ে চলেছে।

বাংলাদেশ একটি মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশ। এদেশের শতকরা ৯১ জন মুসলমানের বাস, যা পৃথিবীর মোট মুসলমানের ৯%। এদেশের নাগরিকরা পণ্যদ্রব্যে হালাল সনদ ও লোগো দেখে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করতে আগ্রহী। তাছাড়া বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি পণ্যের চাহিদা পর্যাপ্ত। এসব গুরুত্ব বিবেচনায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল সনদ প্রদান করলেও নানা প্রতিবন্ধকতায় তা আন্তর্জাতিক বাজারে যথাযথ মর্যাদা পাচ্ছে না। মধ্যপ্রাচ্যসহ আন্তর্জাতিক হালাল পণ্যের বাজারে তাই বাংলাদেশের পণ্য ঠিকমতো প্রবেশ করতে পারছে না।

অথচ মুসলিম প্রধান দেশ হিসেবে বাংলাদেশের এ সম্ভাবনা কাজে লাগানোর সুযোগ রয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। অবশ্য এ জন্য সরকারের আইন ও নীতিগত সহায়তা, বিশেষত পণ্যের সনদ প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক মানের আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন, সনদ প্রদানের প্রক্রিয়া সহজীকরণ, প্রশিক্ষিত পরিদর্শক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সেই সঙ্গে দক্ষ জনবল তৈরি ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন ও গ্লোবাল সাপ্লাই চেইনে হালাল পণ্যের অন্তর্ভুক্তিকরণেরও গুরুত্ব রয়েছে।

বাংলাদেশে হালাল সনদ

বিশ্ব বাজারে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে হালাল সনদ অনেকটা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে ওঠায় এবং ক্রমাগত এর চাহিদা বৃদ্ধির কারণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২০০৭ সাল থেকে বিভিন্ন পণ্যের হালাল সনদ প্রদান করছে। এ সনদ নিয়ে এ পর্যন্ত প্রায় ৩৬টি পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানি বহির্বিশ্বে তাদের পণ্য রপ্তানি করেছে। দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্য, নেপাল, মালয়েশিয়া ও সার্কভুক্ত আটটি দেশ। তাছাড়া বিদেশি ৯৫টি কোম্পানি হালাল সনদ গ্রহণ করেছে যারা এদেশে ব্যবসা করছে। (Our Islam 2019-A) প্রাথমিক পর্যায়ে ওআইসির হালাল স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করে সনদ দেওয়া হতো। কিন্তু তাতে নানা জটিলতা দেখা যাওয়ায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন সরকারের ২২ টি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নিয়ে এ-সংক্রান্ত একটি নীতিমালাও চূড়ান্ত করেছে এবং এর ভিত্তিতে সনদ দিচ্ছে। উক্ত নীতিমালার পটভূমি নিম্নরূপ:

বাংলাদেশে হালাল সনদ ইস্যুর লক্ষ্যে বিগত ২৭-০৬-২০১১ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, বিএসটিআই, বিসিএসআইআর, প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ডিসিসিআই এর সমন্বয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে হালাল সনদ প্রদানের এখতিয়ার দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এ সংক্রান্ত একটি নীতিমালার খসড়া প্রণয়নের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ সম্পর্কিত খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করে এবং তা ১৫-১০-২০১২ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় উপস্থাপিত হয়। উক্ত সভায় নীতিমালাটি পর্যালোচনান্তে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন মতামত প্রদান করেন। সেসব মতামতের ভিত্তিতে সংশোধিত নীতিমালা পুনরায় ২১-০৪-২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় উপস্থাপন করা হয়। এ সভায়ও নীতিমালায় কিছু বিষয় সংযোজন ও বিয়োজন করা হয়। সর্বশেষ ৩০-০৪-২০১৫ তারিখে নীতিমালাটি চূড়ান্ত করা হয়। (IFA 2017, 33-34)

হালাল সনদ ইস্যুর প্রক্রিয়া

বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্যের গায়ে হালাল লোগো ব্যবহারের জন্য প্রথমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করতে হয়। আবেদনপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হয় প্রতিষ্ঠানের ট্রেড লাইসেন্স, ভ্যাট সার্টিফিকেট, বিএসটিআই অনুমোদন, পণ্যের নাম ও উপকরণসহ বিভিন্ন ডকুমেন্ট। মহাপরিচালকের অনুমোদনের পর ইসলামিক ফাউন্ডেশন একটি এক্সপার্ট কমিটি গঠন করে। পরে পণ্যটির উৎপাদনের প্রসেসের বিষয়টিও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হয়। পণ্যের প্রত্যেকটি উপকরণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। এজন্য ইফার নিজস্ব ল্যাবও রয়েছে। সেখানে পণ্যের উপকরণগুলো যাচাই-বাছাই করা হয় এবং বিশেষ প্রয়োজন মনে করলে পরীক্ষার জন্য বিসিএসআইয়ে পাঠানো হয়ে থাকে।

এ বিষয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের ডেপুটি-ডিরেক্টর ড. আবু সালেহ পাটোয়ারী বলেন, "আমরা সর্বপ্রথম লক্ষ্য করে থাকি, পণ্যটিকে বিএসটিআই বাজারজাতের অনুমোদন দিয়েছে কি না। তারা যদি বাজারজাতের অনুমোদন দেয়, তখন আমরা পণ্যটিকে হালাল সনদের বিবেচনায় আনি। অন্যথায় আমরা হালাল সনদ দিই না।" তিনি আরও বলেন, "এক্সপার্টরা পণ্যের ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করেন। প্রতিবেদন তৈরি হওয়ার পর আমরা আরেকটি বিশেষ এক্সপার্ট-কমিটি গঠন করি। তাতে বিএসটিআইসহ প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের এক্সপার্টরা থাকেন।" (Our Islam 2019-B)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল সনদ নীতিমালা ২০১৫ অনুযায়ী হালাল সনদ ইস্যুর জন্য নিম্নরূপ প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়:

১. যে পণ্যের হালাল সনদ প্রয়োজন সে পণ্যের ধরন অনুযায়ী এর উৎপাদন, উপকরণাদির বিবরণ এবং বর্তমান অবস্থা উল্লেখপূর্বক উপাদানসমূহের বিপরীতে (আমদানিকৃত হলে) উৎপাদনকারী দেশের হালাল সার্টিফিকেশন বডি কর্তৃক ইস্যুকৃত হালাল সনদ/ এনালাইসিস রিপোর্টসহ কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন দাখিল করতে হয়। আবেদনের সঙ্গে পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মূসক নিবন্ধন সনদপত্র, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট থেকে মূসক পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র এবং ১২ (বারো) ডিজিটের ই-টিআইএন সার্টিফিকেট-এর সত্যায়িত কপি দাখিল করতে হয়;

২. আবেদনপত্র দাখিলের ১৪ দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে কার্যক্রম পরিদর্শন করানোর ব্যবস্থা করা হয়;

৩. পরিদর্শন শেষে কোন প্রকার বিলম্ব ছাড়া পরিদর্শন প্রতিবেদন আবেদন বাছাই কমিটির কাছে পেশ করা হয়;

৪. বাছাই কমিটি হালাল সনদ ইস্যুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করে;

৫. হালাল সনদ ফি জমা দেওয়ার জন্য আবেদনকারীকে অবহিত করা হয়;

৬. ফি জমা দেওয়ার পর হালাল সনদ ইস্যু করা হয়;

৭. কোনো ক্ষেত্রে বাছাই কমিটি হালাল সনদ ইস্যুর ব্যাপারে সুপারিশ না করলে তার কারণ উল্লেখপূর্বক ১৫ দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে অবহিত করা হয়;

৮. হালাল সনদ ইস্যুর পর মাঝে মাঝে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ আকস্মিক পরিদর্শন অব্যাহত রাখে;

৯. পণ্যের ধরন অনুযায়ী উৎপাদনের প্রত্যেক ব্যাচ সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের রেজিস্ট্রিকৃত দুজন আলিমকে নিয়োগ দিতে হয়, যারা উৎপাদন প্রক্রিয়াসমূহ নিয়মিতভাবে প্রত্যক্ষ করে। তাদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে হালাল সনদ ইস্যু, নবায়ন, স্থগিতকরণ, প্রত্যাহার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। (IFA Halal Ordinance 2015, Ar-14)

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উক্ত হালাল সনদ ইস্যুর প্রক্রিয়াকে নিম্নোক্ত চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা যায়:

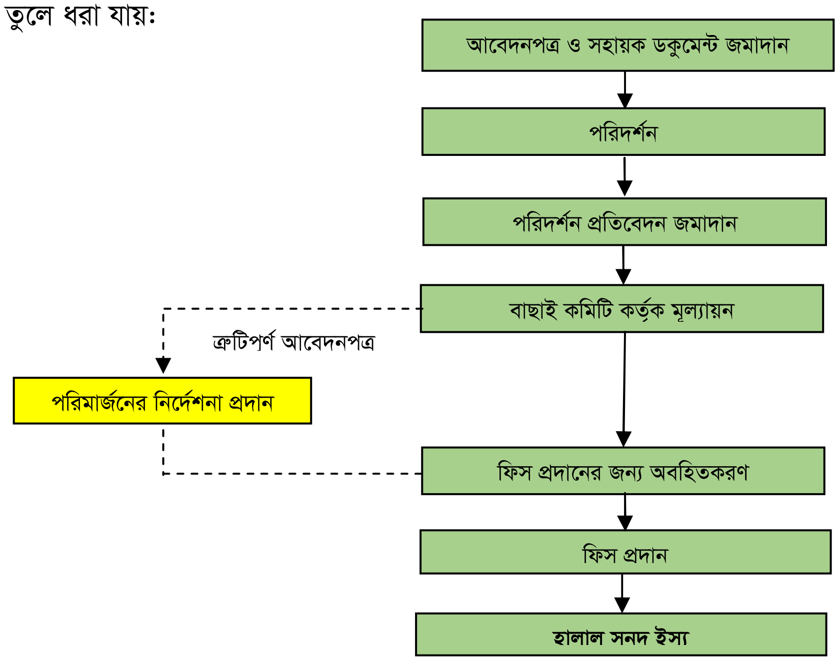

চিত্র ১: বাংলাদেশে হালাল সনদ ইস্যুর প্রক্রিয়া। (Researcher)

নীতিমালা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল সনদ ইস্যুর ক্ষেত্রে "ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল সনদ নীতিমালা ২০১৫" এর অনুসরণ করে। নীতিমালাটির পটভূমি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে নীতিমালা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হলোঃ

নীতিমালাটিতে মোট ১৬টি ধারা রয়েছে। প্রথম ধারাটি সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, এতে ২টি উপধারা রয়েছে। ১মটিতে নীতিমালার নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে এই নীতিমালাটি "ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল সনদ নীতিমালা ২০১৫" হিসেবে অভিহিত হবে। ২য় উপধারায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের হালাল সনদের পরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশে উৎপাদিত, রপ্তানিকৃত বা আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্য, ভোগপণ্য, প্রসাধনসামগ্রী ও ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স এর হালাল সনদ প্রদান করা হবে, তাছাড়া ইতঃপূর্বে ঐসব পণ্যে অন্য কোনো সংস্থার হালাল সনদ থাকলেও ফাউন্ডেশন থেকে পুনরায় তা গ্রহণ করতে হবে।

২য় ধারাটি ২৩টি উপধারা সম্বলিত। এতে মূলত নীতিমালা ও সনদ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পরিভাষার সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। যেসব পরিভাষার ব্যাখ্যা এ ধারায় তুলে ধরা হয়েছে তা হলোঃ ইসলামী শরীয়াহ, হালাল, হারাম, হালাল সনদ ও লোগো, কর্তৃপক্ষ, বোর্ড, শরীয়াহ বিশেষজ্ঞ, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সরকার, কমিটি, পরিদর্শন কমিটি, আইন, হানিবি (হালাল নিশ্চিতকরণ বিধান), যবেহ, নাহ্‌র, উত্তম উৎপাদন পদ্ধতি (জিএমপি), উত্তম স্বাস্থ্য পরিচর্যা (জিএইচপি), জেনেটিক্যালি মডিফাইড ফুড, সনদ, নিরূপক (অ্যাসেসর), কারিগরি দক্ষতা, প্রসাধন ও ব্যক্তিগত সৌন্দর্যচর্চা সামগ্রী ও সনদ ফি।

৩য় ধারায় হালাল খাদ্য ও ভোগ্যপণ্যের উৎস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেহেতু প্রাণীজ খাদ্য ও ভোগ্যপণ্যের অধিকাংশ আসে জলজ প্রাণী থেকে এজন্য এ ধারায় যেসব জলজ প্রাণী ও পাখি হারাম সেগুলোকে উল্লেখ করে বাকিগুলোকে হালাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৪র্থ ধারায় হালাল যবেহ পদ্ধতি তুলে ধরা হয়েছে। এতে মোট ১০টি উপধারা রয়েছে।

৫ম ধারায় হালাল সনদ ও লোগো ইস্যু সম্পর্কে ২টি উপধারা উল্লেখ করা হয়েছে যাতে নিশ্চিত করা হয়েছে, বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনই এ সনদ ও লোগো প্রদান করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণে সম্পৃক্ত সরকারের অপরাপর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা হতে প্রত্যয়নপত্র প্রাপ্তির পর হালাল সনদ ও লোগো ইস্যুর কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৬ষ্ঠ ধারাটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও হ্যান্ডলিং সম্পর্কিত। ৪টি উপধারার এ ধারাটিতে মূলত খাদ্য, ভোগ্যপণ্য, প্রসাধনসামগ্রী ও ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স এর উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেটজাতকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহন ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ে পালনীয় বিষয়সমূহ উল্লেখ করে সর্বস্তরে হারাম বর্জনের শর্তারোপ করা হয়েছে।

ফার্মাসিউটিক্যাল শিরোনামের ৭ম ধারায় ৪টি উপধারার মাধ্যমে ফার্মাসিউটিক্যালের হালাল সনদ ও লোগো ইস্যুর বিশেষ শর্তাবলি উল্লেখ করা হয়েছে।

কসমেটিকস শিরোনামের ৮ম ধারায় ৩টি উপধারার মাধ্যমে কসমেটিকসের হালাল সনদ ও লোগো ইস্যুর বিশেষ শর্তাবলি উল্লেখ করা হয়েছে।

৯ম ধারায় হালাল দ্রব্যাদি প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত উপকরণ সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রদান করে উল্লেখ করা হয়েছে, এর ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনো পর্যায়ে কোন হারাম উপকরণ ব্যবহার করা যাবে না এবং পণ্যের উৎপাদন, হ্যান্ডলিং ও রপ্তানির ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাননিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার নীতিমালা ও বিভিন্ন আইনের প্রতিফলন থাকতে হবে।

১০ম ধারায় উপাদান বিশ্লেষণ-এর নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যেমন বিএসটিআই, বিসিএসআইআর, প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার মতামত পাওয়ার পরেই কেবল হালাল সনদ ও লোগো ইস্যু করা হবে।

১১ ধারায় কসাইখানা/কারখানা/শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন সম্পর্কিত নীতি বর্ণিত হয়েছে এবং ১২টি বিবেচনার মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে।

ধারা ১২তে 'পরিদর্শনের আওতা' উল্লেখ করা হয়েছে এবং এতে ৬টি উপধারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ধারা ১৩তে 'পরিদর্শনের সাধারণ নীতিমালা' উল্লেখ করা হয়েছে এবং এতে ৮টি উপধারা সংযোজিত হয়েছে।

ধারা ১৪ হালাল সনদ প্রদান প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছে। এতে হালাল সনদের আবেদনের প্রক্রিয়া, পরিদর্শনের কমিটির কাঠামো, কমিটির কার্যপরিধি, সনদ ইস্যুর কমিটির গঠন ইত্যাদি বিষয়ের মোট ১১টি উপধারা এবং কয়েকটি সহায়ক ধারা বর্ণিত হয়েছে।

১৫তম ধারাটি ফির পরিমাণ সংশ্লিষ্ট। ৪টি উপধারা সম্বলিত এই ধারায় হালাল সনদের আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের আকারের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন ফিস নির্ধারণ করা হয়েছে। তাছাড়া এ ধারার ভিত্তিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্নসকে এ ফিস বৃদ্ধির ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

সর্বশেষ ১৬তম ধারাটির ৩টি উপধারায় বিবিধ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এ নীতিমালাটি একটি প্রাথমিক প্রয়াস। অন্যান্য দেশের নীতিমালা বিবেচনায় এতে অনেক কিছু সংযোজন ও অন্তর্ভুক্তি সম্ভব। তথাপি এ নীতিমালা হালাল সেক্টরের উন্নয়নের পাশাপাশি আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এ নীতিমালার ভিত্তিতে হালাল সনদ ও লোগো ইস্যুর মাধ্যমে সরকারি রাজস্ব আয়ের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। এর আলোকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু জনশক্তির কর্মসংস্থান সম্ভব। কেননা নীতিমালা অনুযায়ী প্রত্যেক কারখানায় হালাল নীতি সুপারভাইজ করার জন্য শরীয়াহ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ প্রদান বাধ্যতামূলক। সময়ে সময়ে সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে এ নীতিমালায় পরিবর্তন ও আধুনিকীকরণ করলে তা এ সেক্টরে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

মালয়েশিয়ায় হালাল সনদ

মালয়েশিয়ায় হালাল সনদ প্রদানকারী সংস্থা Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) মূলত ১৯৭৪ সাল থেকে এ কার্যক্রম শুরু করে। তখন এ প্রতিষ্ঠানটি এ নামে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বরং তা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে Islamic Affairs Division এর একটি গবেষণা কেন্দ্র ছিল। সরকার ১৯৯৪ সাল থেকে হালাল সনদ ও হালাল লোগো প্রদান করার এবং ১৯৯৮ সালের শুরু থেকে হালাল পরিদর্শনের দায়িত্ব প্রদান করে 'ইলহাম দায়া' নামের একটি কোম্পানিকে। ২০০২ সালের ১ সেপ্টেম্বর সরকার পুনরায় JAKIM কে হালাল সনদ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব দেয়। ২০০৫ সালের নভেম্বরে সরকার Halal Hub Division নামে নতুন একটি বিভাগ চালু করে এবং হালাল সনদ বিষয়ক আইন, নীতিমালা, ম্যানুয়াল প্রস্তুত করে। ২০০৮ সালের এপ্রিলে Halal Industry Development Corporation হালাল সনদ ব্যবস্থাপনার সব দায়িত্ব গ্রহণ করে। সর্বশেষ ৮ জুলাই ২০০৯ তারিখে হালাল সনদ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আবার JAKIM কে প্রদান করা হয়।

হালাল সনদ ইস্যুর প্রক্রিয়া

মালয়েশিয়ার হালাল সনদ ইস্যুর প্রক্রিয়া নিম্নরূপ:

১. হালাল সনদ ইস্যুর জন্য www.halal.gov.my ওয়েবসাইটে MYeHALAL প্রোটালে অনলাইন আবেদনপত্র জমা দিতে হয়;
২. অনলাইনে জমাকৃত আবেদনপত্র ও সহায়ক ডকুমেন্টের হার্ড কপি JAKIM/ JAIN এর অফিসে জমা দিতে হয়;
৩. সনদ নবায়নের ক্ষেত্রে মেয়াদ শেষ হওয়ার কমপক্ষে ৩ মাস পূর্বে আবেদন জমা দিতে হয়;
৪. অসম্পূর্ণ আবেদন স্বয়ংক্রিয়ভাবে MYeHALAL প্রোটাল থেকে বাদ পড়ে যায়;
৫. পূর্ণাঙ্গ আবেদনপত্র জমা হলে প্রোটাল থেকে সার্টিফিকেট ফী প্রদানের একটি পত্র প্রেরণ করা হয়;
৬. চেইন রেস্তোরাঁ/ ফ্র্যাঞ্চাইজ এর আবেদন সরাসরি JAKIM নিয়ন্ত্রণ করবে;
৭. অন্যান্য ক্ষেত্রে JAKIM/ JAIN উভয়ে করতে পারবে;
৮. নির্ধারিত ফী জমা হলে অডিটের সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়;
৯. পরিদর্শনের সময় প্রতিষ্ঠান থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়;
১০. ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়;
১১. পরিদর্শন প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়;
১২. হালাল সনদ কমিটির মিটিংয়ে বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয়;
১৩. হালাল সনদ ইস্যু / আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়। (JAKIM 2015, 43-50)

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মালয়েশিয়ার হালাল সনদ ইস্যুর প্রক্রিয়া নিম্নোক্ত চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে:

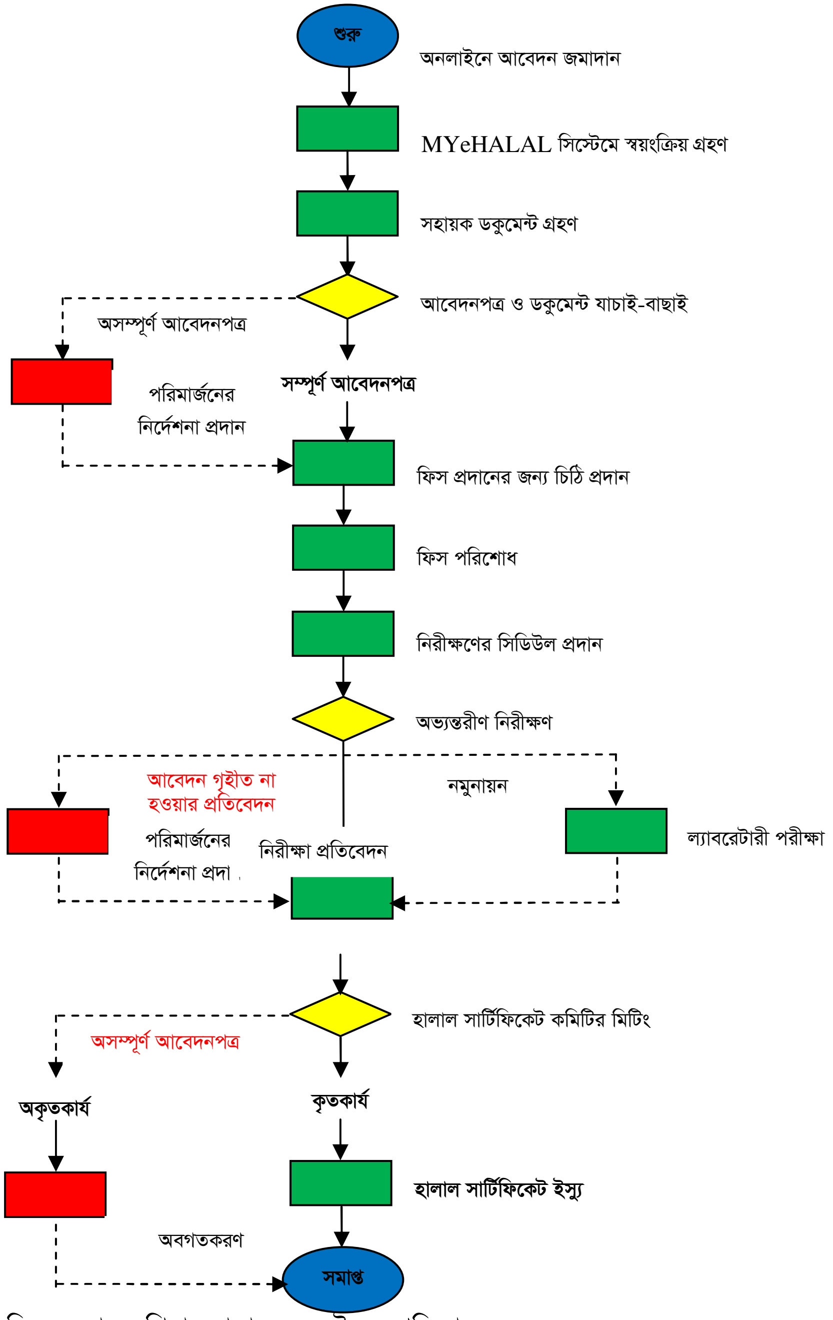

চিত্র ২: মালয়েশিয়ার হালাল সনদ ইস্যুর প্রক্রিয়া। (Translated from JAKIM 2015, 62)

নীতিমালা

মালয়েশিয়ার হালাল সনদ ইস্যু সংক্রান্ত নীতিমালা বা Manual Procedure for Malaysia Halal Certification (MPPHM) সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৫ সালে। ২০১১ সালে এর ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং সর্বশেষ ২০১৪ সালে (প্রকাশিত ২০১৫) এর ৩য় সংস্করণ সম্পন্ন হয়। যদিও সে দেশে এ কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭৬ সালে। মালয়েশিয়ার দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ সংস্করণে নীতিমালাটিতে বিভিন্ন পরিবর্তন পরিবর্ধন ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে। তথাপি এ নীতিমালাটি বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে সহায়ক কিছু নীতিমালাও রয়েছে। যেমন Malaysia Guidelines on Halal Assurance System 2011 (HAS 2011), Malaysian Standard on Halal Food (MS 1500:2009) ইত্যাদি।

এ নীতিমালায় মোট ১১টি অধ্যায় রয়েছে। প্রত্যেক অধ্যায়ের রয়েছে একাধিক ধারা। নীতিমালার শেষে ২টি সংযুক্তি রয়েছে। ১ম অধ্যায়টি এ নীতিমালার পরিসর সম্পৃক্ত। এর ১ম ধারায় এ নীতিমালার উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটি Department of Islamic Development Malaysia / Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), States Department of Religious Affairs (JAIN), Islamic Religious Affairs Councils (MAIS) এর অন্তর্গত পরিদর্শকদের জন্য একটি গাইডলাইন, যার ভিত্তিতে মালয়েশিয়ান হালাল সনদ ইস্যুর নিয়ম-কানুন তুলে ধরা হয়েছে। ২য় ধারায় সম্পৃক্ত নীতিমালার সঙ্গে এর সম্পর্ক বর্ণনা করে বলা হয়েছে, এই নীতিমালাটি অন্যান্য স্টান্ডার্ড, ফাতওয়া ও নীতিমালার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হবে। (Ibid, 9)

২য় অধ্যায়ে বিভিন্ন পরিভাষার সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এখানে সম্পৃক্ত মোট ১৬টি পরিভাষার পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। পরিভাষাগুলো যথাক্রমে: সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ (Competent Authority), তদন্ত কর্মকর্তা (Inspection Officer), হালাল (Halal), অপবিত্র (Najs), অপবিত্রকে পবিত্রকরণ (Ritual Cleansing), যবেহ (Slaughter), খাদ্যপণ্য ও পানীয় (Food Products and Beverages), ভোগ্যপণ্য (Consumer Goods), খাবার পরিবেশনালয় (Food Premise), কসাইখানা (Slaughterhouse), পণ্য সরবরাহ (Logistic), ফার্মাসিউটিক্যাল, কসমেটিক্স ও রূপচর্চা সামগ্রী (Cosmetic and Personal Care), মালয়েশিয়া হালাল সনদ, মূল সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক কোম্পানি (Original Equipment Manufacturer Company OEM) ও হালাল নির্বাহী (Halal Executive)। (Ibid, 10-13)

৩য় অধ্যায়ে যেসব ক্ষেত্রে হালাল সনদ প্রদান করা হয় তার বর্ণনা এসেছে। মালয়েশিয়া হালাল সনদ ৭টি ক্ষেত্রে প্রদান করা হয়, সেগুলো হলো, ১. খাদ্যপণ্য/ পানীয়/খাদ্যের পরিপূরক (Food Products/ Beverages/ Food Supplement), ভোগ্যপণ্য (Consumer Goods), খাবার পরিবেশনালয়/ হোটেল

(Food Premise/ Hotel), কসমেটিক্স ও রূপচর্চা সামগ্রী (Cosmetic and Personal Care), কসাইখানা (Slaughterhouse), ফার্মাসিউটিক্যাল, পণ্য সরবরাহ (Logistic)। (Ibid, 14)

৪র্থ অধ্যায়ে মালয়েশিয়া হালাল সনদ পাওয়ার শর্তাবলি আলোচনা করা হয়েছে। হালাল সনদের আবেদকারী তথা পণ্য প্রস্তুতকারকের বৈশিষ্ট্য হিসেবে ৯টি ধারা উল্লেখ করা হয়েছে, এর মধ্যে ৮ম ধারায় ১৫টি উপধারায় সনদের জন্য আবেদনের অযোগ্যতাসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। (Ibid, 15-16)

৫ম অধ্যায়ের ১৩টি ধারায় সনদের জন্য অবশ্য পালনীয় সাধারণ শর্তগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। ১ম ধারায় পণ্যের কাঁচামাল/উপাদান/ প্রস্তুত সহায়ক বস্তু বিষয়ক ৬টি উপধারা রয়েছে। ২য় ধারায় প্রক্রিয়াজাতকরণ তথা প্রস্তুতকরণ সম্পর্কিত ৫টি উপধারা রয়েছে। ৩য় ধারায় প্যাকেটজাতকরণ ও লেবেল লাগানো সংক্রান্ত ৬টি উপধারা রাখা হয়েছে। ৪র্থ ধারাটি ফ্যাক্টরী সম্পর্কিত। সেখানে ৭টি উপধারা রয়েছে। রন্ধনশালা, খাবার প্রদর্শনী কেন্দ্র ও পরিবেশন সংক্রান্ত ৫ম ধারায় রয়েছে ৮টি উপধারা। ৬ষ্ট ধারায় শ্রমিকদের করণীয় বিষয়ে নির্দেশনামূলক ২টি উপধারা রয়েছে। ৭ম ধারাটি পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সম্পর্কিত। এতে পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ের সেনিটেশন সম্পর্কিত ৪টি উপধারা রয়েছে। ৮ম ধারাটি ‘হালাল রেকর্ড’ অর্থাৎ হালাল সনদ প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় ফাইলপত্রের রেকর্ড রাখাকে বাধ্যতামূলক করেছে। ৯ম ধারায় শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত ৪টি উপধারা রয়েছে। ১০, ১১ ও ১২তম ধারাগুলো যথাক্রমে প্রশিক্ষণ, তদারকি ও নিরীক্ষণ এবং উৎপাদন এরিয়াতে কোন উপাসনা সামগ্রী না রাখা সম্পর্কিত। ১৩তম ধারায় মূল সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক কোম্পানি সংশ্লিষ্ট ২টি উপধারা ও কয়েকটি সহায়ক ধারা উল্লেখ করা হয়েছে। (Ibid, 17-22)

৬ষ্ঠ অধ্যায়ে হালাল সনদের আবেদনকারীর ধরন ভেদে বিশেষ বিশেষ শর্তগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। খাদ্যপণ্য/ পানীয়/খাদ্যের পরিপূরক বিষয়ে সনদের জন্য বিভিন্ন সাব পয়েন্টে মোট ২০টি উপধারা রয়েছে। খাবার পরিবেশনালয়/ হোটেল সম্পর্কিত প্রায় ৪০টি উপ ও সহায়ক ধারা উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া ভোগ্যপণ্য সম্পর্কে রয়েছে ১৪টি উপধারা, কসমেটিক্স ও রূপচর্চা সামগ্রী সম্পর্কিত ১৭টি উপধারা, কসাইখানা বিষয়ক প্রায় অর্ধশত উপ ও সহায়ক ধারা, ফার্মাসিউটিক্যাল সম্পর্কিত ১৬টি উপধারা এবং পণ্য সরবরাহ বিষয়ক ২২টি উপ ও সহায়ক ধারা রয়েছে। (Ibid, 23-42)

৭ম অধ্যায়ে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কিত নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। এতে ৭টি ধারা রয়েছে।

৮ম অধ্যায়ে সনদ ইস্যুর ফিসের বর্ণনা এসেছে এবং এতে ৪টি ধারা সন্নিবেশিত হয়েছে।

৯ম অধ্যায়ে নিরীক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। এতে নিরীক্ষক, নিরীক্ষণের পরিধি, নমুনায়ন, পুনর্নিরীক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ের ১১টি ধারা রয়েছে।

১০ম পর্যবেক্ষণ ও ক্ষমতা প্রয়োগ বিষয়ে আলোচনা করতে যেয়ে সংশ্লিষ্ট ৮টি আইন ও নীতিমালা এবং ক্ষমতা প্রয়োগ, পর্যবেক্ষণের ধরন, সম্পৃক্ত লঘু, গুরুতর, মারাত্মক অপরাধ ও তার বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা, অভিযোগ গ্রহণ, অভিযোগ নিস্পত্তি, মামলা, আপিল ইত্যাদি বিষয়ক ধারা তুলে ধরা হয়েছে।

১১তম অধ্যায়ে মালয়েশিয়া হালাল সার্টিফিকেট ও লোগো সম্পর্কিত প্রবিধি উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সনদ ব্যবহার সম্পর্কিত ৫টি ধারা, লোগো সম্পর্কিত ১৩টি ধারা এবং সাধারণ দুটি ধারা বর্ণিত হয়েছে।

১২তম অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত ৮টি ধারায় মালয়েশিয়া হালাল সনদধারীর করণীয় আলোকপাত করা হয়েছে।

১৩তম অধ্যায়ে মালয়েশিয়া হালাল সনদ প্যানেল গঠন ও নিয়োগ, তাদের ক্ষমতা, দায়িত্ব সম্পর্কিত বিধি তুলে ধরা হয়েছে।

সংযুক্তি ১ এ মালয়েশিয়া হালাল সনদ প্রক্রিয়ার একটি প্রবাহচিত্র অংকিত হয়েছে।

সংযুক্তি ২ এ সনদ ইস্যুর নির্ধারিত ফী উল্লেখ করা হয়েছে।

সংযুক্তি ৩ এ 'মালয়েশিয়া হালাল সনদ' এর একটি নমুনা কপি সংযুক্ত করা হয়েছে।

সংযুক্তি ৪ এ মালয়েশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যের হালাল সনদ ইস্যুকারী সংস্থা States Department of Religious Affairs (JAIN) এর ঠিকানা সংযুক্ত হয়েছে।

মালয়েশিয়ার হালাল সনদ সংক্রান্ত এ নীতিমালা থেকে প্রমাণিত হয়, এটি অত্যন্ত সুচিন্তিত, লক্ষ্যভেদী ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত। এতে সম্ভাব্য সব বিষয়ের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেহেতু ২০০5 সালে প্রথম এটি প্রণীত হয়ে দীর্ঘ কয়েক বছরের অভিজ্ঞতার নির্যাস ২০১৪ সালের ৩য় সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেহেতু এটি একটি পরিপূর্ণ নীতিমালায় পরিণত হয়েছে। তথাপি ইসলামিক ফাইন্যান্স ও হালাল বাজারের প্রতি মালয়েশিয়া সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও অত্যধিক গুরুত্বারোপ এ নীতিমালায় প্রতিফলিত হয়েছে।

বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার তুলনা

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে হালাল সনদ ইস্যুর প্রক্রিয়া ও নীতিমালার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যকার তুলনা এবং উভয় দেশের মধ্যকার সাদৃশ্যপূর্ণ ও বৈসাদৃশ্যপূর্ণ দিক তুলে ধরে তার যথাযথ পর্যালোচনার জন্য এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সূচকগুলো নির্ধারণ করা যায়:

১. আবেদনের প্রাকশর্ত;
২. সনদ ইস্যুর পরিসর;
৩. হালাল ও হারামের পরিচয়
৪. আবেদন প্রক্রিয়া;

৫. ব্যবসাস্থল পরিদর্শন;
৬. জনশক্তির কর্মসংস্থান ও পেশাগত উন্নয়ন;
৭. শ্রমিকদের ব্যাপারে নির্দেশনা;
৮. সনদ ইস্যুর ফিস;
৯. সনদ প্রদানোত্তর মনিটরিং;
১০. সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটি;
১১. সনদধারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

অতএব উভয় দেশের নীতিমালায় উপরিউক্ত সূচকগুলোর ব্যাপারে কী প্রতিফলিত হয়েছে এবং এসব ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে কী কী সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. আবেদনের প্রাকশর্ত

হালাল সনদ ইস্যুর আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কী কী শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে তা 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল সনদ নীতিমালা ২০১৫' আলাদা কোনো ধারায় স্পষ্ট করেনি। তবে আবেদনের প্রক্রিয়া তথা ১৪ নং ধারার ১ নং উপধারায় বর্ণিত "আবেদনের সহিত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মূসক নিবন্ধন সনদপত্র, কাস্টম্স, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট থেকে মূসক পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র এবং ১২(বার) ডিজিটের ই-টিআইএন সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত কপি দাখিল করিতে হইবে" এ অংশ থেকে অবগত হওয়া যায় যে, আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই বাংলাদেশ সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের সনদপ্রাপ্ত, ভ্যাট ও কাস্টম্স প্রদানকারী হতে হবে। অতএব যারা সরকারের নিবন্ধিত না হবে তারা মূসক ও অন্যান্য সরকারি ফিস প্রদান করতে পারবে না এবং হালাল সনদের আবেদনও করতে পারবে না।

অন্যদিকে Manual Procedure for Malaysia Halal Certification (Third Revision) 2014 এর ৪র্থ অধ্যায়ে মালয়েশিয়া হালাল সনদ পাওয়ার শর্তাবলি আলোচনা করা হয়েছে। হালাল সনদের আবেদকারী তথা পণ্য প্রস্তুতকারকের পূর্বশর্ত হিসেবে ৯টি ধারা উল্লেখ করা হয়েছে, এর মধ্যে ৮ম ধারায় ১৫টি উপধারায় সনদের জন্য আবেদনের অযোগ্যতাসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম ৭টি ধারায় যেসব শর্ত করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, উক্ত কোম্পানিকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সনদধারী হতে হবে, আবেদনের পূর্বেই পূর্ণভাবে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে রত থাকতে হবে, প্রতিষ্ঠানকে শুধুমাত্র হালাল পণ্যের উৎপাদক বা ব্যবসায়ী হতে হবে, হালাল উৎস, হালাল মালামাল সরবরাহকারী থেকে মাল গ্রহণ করতে হবে, প্রতিষ্ঠানের সব ধরনের পণ্যের জন্য আবেদন করতে হবে, আমদানিকৃত পণ্য অবশ্যই হালাল সনদপ্রাপ্ত হতে হবে ইত্যাদি।

এ সূচকে উভয় দেশের অবস্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল সনদ নীতিমালা এক্ষেত্রে অতি সংক্ষিপ্ত। মালয়েশিয়ার মত এ সম্পর্কিত পৃথক ধারা ও তার অধীনে বিভিন্ন উপধারা সংযুক্ত করে আবেদনকারীর প্রাকশর্তসমূহ উল্লেখ করলে সনদ ইস্যুর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আরও উপযোগী হবে।

২. সনদ ইস্যুর পরিসর

ধারা ১ এর ২য় উপধারায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের হালাল সনদের পরিধি নির্ধারণ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশে উৎপাদিত, রপ্তানিকৃত বা আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্য, ভোগপণ্য, প্রসাধনসামগ্রী ও ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স এর হালাল সনদ প্রদান করা হবে, তাছাড়া ইতঃপূর্বে ঐসব পণ্যে অন্য কোনো সংস্থার হালাল সনদ থাকলেও ফাউন্ডেশন থেকে পুনরায় তা গ্রহণ করতে হবে।

পক্ষান্তরে মালয়েশিয়ান ম্যানুয়ালের ৩য় অধ্যায়ে যেসব ক্ষেত্রে হালাল সনদ প্রদান করা হয় তার বর্ণনা এসেছে। মালয়েশিয়া হালাল সনদ ৭টি ক্ষেত্রে প্রদান করা হয়, সেগুলো হলো, ১. খাদ্যপণ্য/ পানীয়/খাদ্যের পরিপূরক (Food Products/ Beverages/ Food Supplement), ভোগ্যপণ্য (Consumer Goods), খাবার পরিবেশনালয়/ হোটেল (Food Premise/ Hotel), কসমেটিক্স ও রূপচর্চা সামগ্রী (Cosmetic and Personal Care), কসাইখানা (Slaughterhouse), ফার্মাসিউটিক্যাল, পণ্য সরবরাহ (Logistic)।

এক্ষেত্রেও মালয়েশিয়া বিস্তৃত পরিসরে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অতএব ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল সনদের পরিসর আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৩. হালাল ও হারামের পরিচয়

'ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল সনদ নীতিমালা-২০১৫' অনুযায়ী 'ইসলামী শরীআহ্' ও 'হালাল'-এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ (IFA Halal Ordinance 2015, Ar-2) :

'ইসলামী শরীআত' অর্থ কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস হতে উদ্ভূত হুকুম-আহকাম।

'হালাল' অর্থ খাদ্য, ভোগ্যপণ্য, প্রসাধনসামগ্রী ও ফার্মাসিউটিক্যাল্‌সসহ যেসকল দ্রব্য ইসলামী শরীয়াহ্ মানুষের জন্য বৈধ করেছে।

'হারাম' অর্থ ইসলামী শরীআত যা মানুষের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

'শরীআহ বিশেষজ্ঞ' অর্থ ন্যূনতম ফাযিল / দাওরায়ে হাদিস পাস, মুফতি, মুহাদ্দিস ও মুফাসসির এবং অভিজ্ঞ আলিম।

হানিবি (হালাল নিশ্চিতকরণ বিধান) অর্থ হালাল খাদ্য, ভোগ্যপণ্য, প্রসাধনসামগ্রী ও ফার্মাসিউটিক্যাল্‌স উৎপাদন, প্যাকেটজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ পর্যন্ত সকল স্তরে ইসলামী শরীআতের অনুসরণ।

হালাল খাদ্যদ্রব্য ও ভোগ্যপণ্য

পবিত্র কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস মোতাবেক যে সকল খাদ্যকে হালাল বলে ঘোষণা করা হয়েছে তা হালাল খাদ্য। প্রাণিজ খাদ্য ও ভোগ্যপণ্যের অধিকাংশ আসে স্থলজ প্রাণী থেকে। নিম্নবর্ণিত স্থলজ প্রাণী বা পাখি ব্যতীত সকল প্রাণী হালাল বলে গণ্য হবে :

১. হালাল জন্তু যা হালাল পদ্ধতিতে জবাই করা হয়নি; যা নাপাক, অপবিত্র ও অবৈধ;

২. শূকর;

৩. কুকুর;

৪. মাংসাশী বা অন্যান্য জন্তু, যা টেনে-হিঁচড়ে প্রাণী হত্যা করে; যেমন : বাঘ, ভাল্লুক, হাতি এবং অন্যান্য হিংস্র জন্তু;

৫. নখরযুক্ত পাখি বা ওইসব পাখি যা ছোঁ মেরে খাদ্যবস্তু ধরে বা গ্রহণ করে; যেমন : ঈগল, কাক, চিল, কাঠঠোকরা এবং এই ধরনের অন্যান্য প্রাণি;

৬. ইসলামী শরীআতে যেসব প্রাণী হত্যা জায়িয করা হয়েছে; যেমনঃ সাপ, ইঁদুর, বিছা এবং এই ধরনের অন্যান্য প্রাণী।

৭. পিঁপড়া, মৌমাছি এবং এই ধরনের অন্যন্য পতঙ্গ;

৮. ওইসব প্রাণী যা অত্যন্ত বিরক্তিকর; যেমন : উকুন, মাছি, পোকার শুককীট বা এই ধরনের অন্যান্য প্রাণী;

৯. ওইসব উভচর প্রাণী; যেমন : ব্যাঙ, কুমির এবং এই ধরনের অন্যান্য প্রাণি।

১০. প্রাণিজ ও উদ্ভিজ ছাড়াও যে-কোনো ভোগ্যপণ্য ও দ্রব্য শরীআতে হারাম খাদ্য নয়, তা সাধারণভাবে হালাল বলে বিবেচিত হবে। (IFA Halal Ordinance 2015, Ar-3)

হালাল জবেহকরণ পদ্ধতি

হালাল পদ্ধতিতে জবাইয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত নিয়মাবলি অবশ্যই পালন করতে হবে :

১. জবাইয়ের পশু অবশ্যই হালাল হতে হবে। যেমন : গোরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, মুরগি, হাঁস, কোয়েল ও কবুতর ইত্যাদি।

২. জবাইয়ের সময় পশুর শ্বাসনালী, খাদ্যনালী, জগুলার ভেইন এবং ক্যারোটিড আর্টারি অবশ্যই কাটতে হবে।

৩. জবাইয়ের ছুরি অবশ্যই তীক্ষ্ণ ধারালো হতে হবে এবং জবাইয়ের উপকরণ হিসেবে হাঁড়, নখ অথবা দাঁত ব্যবহার করা যাবে না।

৪. জবাইয়ের সময় পশু সুস্থ হতে হবে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জবাইয়ের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত হতে হবে। হালাল নিশ্চিতকরণ জবাইকরণের সকল স্তরের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

৫. উচ্চৈঃস্বরে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে জবাই করতে হবে।

৬. জবাইয়ের পূর্বে পশুকে আরামদায়ক স্থানে পর্যাপ্ত হালাল খাদ্য ও পানীয়সহ রাখতে হবে। পশুকে কোনো অবস্থাতেই উত্তেজিত করা যাবে না। জবাইয়ের পূর্বে পশুকে ছড়ি দিয়ে মারা বা ইলেকট্রিক শক দিয়ে তড়িতাহত করা যাবে না।

৭. পশু/পাখি জবাইয়ের পূর্বে বেহুঁশ না-করাই উত্তম। কিন্তু এই ক্ষেত্রে পশু বা পাখিকে অবশ্যই মানবিকভাবে ধরে রাখতে হবে।

৮. জবাইকারীকে একজন পূর্ণবয়স্ক, পূর্ণবোধসম্পন্ন মুসলমান এবং জবাই কাজে অভিজ্ঞ হতে হবে।

৯. পণ্যদ্রব্য উত্তম পদ্ধতিতে (Good Manufacturing Practice—GMP) তৈরি হচ্ছে কি-না এবং স্ট্যান্ডার্ড পয়ঃনিষ্কান পদ্ধতি (Sanitation Standard Operating Procedures— SSOPs) অনুসরণ করা হচ্ছে কি-না তা নিশ্চিত করতে হবে।

১০. পশু জবাই ও মাংস প্রক্রিয়াকরণ হালাল পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে কি-না এবং এই জন্য প্রয়োজনীয় স্থাপনা আছে কি-না তা পরীক্ষা করতে হবে। এগুলিসহ হালাল নীতিমালার ভিত্তিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কারখানার 'হালাল অবস্থান (Halal Status)' সম্পর্কে/ সিদ্ধান্ত প্রদান করতে হবে। (IFA Halal Ordinance 2015, Ar-4)

প্রক্রিয়াজাতকরণ ও হ্যান্ডলিং

১. খাদ্য, ভোগ্যপণ্য, প্রসাধনসামগ্রী ও ফার্মাসিউটিক্যালসে এমন কোনো / উপকরণ থাকবে না, যা শরীআহ্ অনুযায়ী হালাল নয়।

২. খাদ্য ও তার উপাদান স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে।

৩. প্রক্রিয়াকরণে এমন উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও সুবিধাদির ব্যবহার করে প্রস্তুত, প্রক্রিয়াকরণ ও তৈরিকরণের কাজ করতে হবে, যা নাজাস বা নাপাকির সংস্পর্শ বা সংমিশ্রণ হতে মুক্ত।

৪. খাদ্য-প্রস্তুতি, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেটজাত, সংরক্ষণ অথবা পরিবহনকালে হারাম খাদ্য হতে আলাদা থাকবে। কাজেই উপরিউক্ত মতে যা প্রক্রিয়াকরণ হয়নি সেই সব খাদ্য শরীআত অনুযায়ী নাপাক হিসেবে পরিগণিত, তার সঙ্গে হালাল খাদ্য ও ভোগ্যপণ্য রাখা যাবে না। (IFA Halal Ordinance 2015, Ar-6)

ফার্মাসিউটিক্যাল্স

১. ঔষধের ক্ষেত্রে এর উপাদান বিশ্লেষণপূর্বক কেবল হালাল ও ঝুঁকিবিহীন হলে, হালাল হিসেবে তা অনুমোদন করা যাবে।

২. উপাদান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কেমিস্ট বা বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের মতামত গ্রহণ করতে হবে।

৩. জীবন রক্ষাকারী ঔষধ হলে এবং তা পরিশোধিত আকারে পরিবেশিত হলে তা হালাল বলে গণ্য হবে।

৪. যদি কোনো ঔষধের মধ্যে এমন কোনো উপাদান থাকে যা হালাল নয়, তবে তা বিকল্পহীন জীবন রক্ষাকারী ঔষধ হিসেবে গণ্য হলে উৎপাদন করা যাবে। তবে অভিজ্ঞ চিকিৎসক এবং বিশেষ অবস্থা ব্যতিরেকে সেবন করা যাবে না বলে প্যাকেটের গায়ে উল্লেখ করতে হবে। (IFA Halal Ordinance 2015, Ar-7)

কসমেটিকস

১. কসমেটিসক, যেমন : সাবান, শ্যাম্পু, টুথপেস্ট, স্প্রে ইত্যাদি সকল পণ্যের বিষয়ে ঔষধের মতোই বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের উপাদান বিশেষজ্ঞের প্রতিবেদনের আলোকে কেবল হালাল উপাদানসমৃদ্ধ হলে হালাল সনদ ও লোগো প্রদান করা যাবে।

২. হারাম প্রাণির চর্বি বা শরীরের অন্য কোনো অংশ গ্রহণযোগ্য নয়। বিদেশে উৎপাদিত সকল দ্রব্য যথাযথ হালাল উপায়ে সম্পন্ন করা হয়েছে এরূপ প্রত্যয়নপত্র থাকতে হবে। কর্তৃপক্ষ মনে করলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তদন্ত করতে পারবেন। তবে সে ক্ষেত্রে উৎপাদককে ব্যয়ভার বহন করতে হবে।

৩. স্বাস্থ্যহানিকর কোনো কসমেটিকস দ্রব্য হালাল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। (IFA Halal Ordinance 2015, Ar-8)

মালয়েশিয়ার হালাল সনদ ইস্যু সংক্রান্ত নীতিমালা বা Manual Procedure for Malaysia Halal Certification (MPPHM) হালালের নিম্নরূপ সংজ্ঞা প্রদান করেছে :

হালাল : হালাল শব্দটি আরবি হাল্লা ইয়াহিল্লু হিল্লান ওয়া হালালান (حل يحل : حلا وحلالا) থেকে উদ্ভূত এবং এর অর্থ শরীআহ বা শরয়ী আইন কর্তৃক অনুমোদিত বা স্বীকৃত।

যখন কোনো খাদ্য বা পণ্যকে হালাল বলে আখ্যায়িত করা হয় অথবা অন্য কোনোভাবে বোঝানো হয় যে, খাদ্য বা পণ্য কোনো মুসলমান কর্তৃক ব্যবহৃত হবে তাহলে এরূপ অভিব্যক্তির অর্থ এই যে, খাদ্য বা পণ্যের বৈশিষ্ট্য হবে নিম্নরূপ :

১. এতে ইসলামী শরীআত কর্তৃক নিষিদ্ধ কোনো প্রাণীর কোনো অংশ বা পদার্থ থাকবে না। আর প্রাণী হালাল হলে তাকে অবশ্যই শরয়ী আইন ও ফাতওয়া মোতাবেক জবাই করতে হবে।

২. ইসলামী শরীআত অনুযায়ী অপবিত্র / নাজাস কোনো কিছু থাকবে না।

৩. ইসলামী শরীআত অনুযায়ী মাদকজাতীয় বা চেতনানাশক কোনো পদার্থ থাকবে না।

৪. মানবদেহের কোনো অংশ বা মানব-উৎপাদিত কোনো বস্তু থাকবে, যা শরীআত আইন ও ফাতওয়া অনুযায়ী নিষিদ্ধ।

৫. বিষাক্ত বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হবে না।

৬. এমন কোনো বস্তু বা মাধ্যম ব্যবহার করে প্রস্তুতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উৎপাদন করা যাবে না যাতে নাপাকি বা নাজাস রয়েছে।

৭. প্রস্তুতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও গুদামজাতকরণ পর্যায়ে এমন কোনো খাদ্যের সঙ্গে বা কাছাকাছি রাখা যাবে না, যে-খাদ্য ১নং ও ২ং শর্ত মেনে প্রস্তুত করা হয়নি। (MPPHM 2014, Ar-2.3)

নাজাস

১. নাজাসের আক্ষরিক অর্থ অশুচিতা ও অপবিত্রতা, যেমন : রক্ত, পেশাব ও মল।

২. শরীআত অনুযায়ী নাজাস এমন সব নাপাকি ও অপবিত্রতাকে বোঝায় যা নামায নষ্ট করে দেয়।

৩. নাজাস তিন প্রকারের : ক. মুগাল্লাযাহ বা গুরুতর পর্যায়ের, যেমন : কুকুর, শূকর বা তাদের থেকে উৎপাদিত বা সৃষ্ট কোনো বস্তু। খ. মুতাওয়াসসিতা বা মধ্যম পর্যায়ের, যেমন : রক্ত, পুঁজ, মলমূত্র ইত্যাদি। গ. মুখাফফাফাহ বা লঘু পর্যায়ের, তা হলো এমন দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাব যার বয়স দুই বছর অতিক্রম করেনি। (MPPHM 2014, Ar-2.4)

৪. আবেদন প্রক্রিয়া

এ প্রবন্ধে দুই দেশের হালাল সনদ ইস্যুর আবেদন প্রক্রিয়া পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, বাংলাদেশের আবেদন প্রক্রিয়া গতানুগতিক ধারায় হলেও মালয়েশিয়ায় সম্পূর্ণ অনলাইনে। বাংলাদেশে এটি অনলাইন ভিত্তিক করতে পারলে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এর রূপকল্প বাস্তবায়নে আরও অগ্রসর হওয়া যাবে। তাছাড়া বাংলাদেশে আবেদন প্রক্রিয়ার স্তর তুলনামূলক কম। এ নীতিমালায় সনদ নবায়নের আবেদনের ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা নেই। মালয়েশিয়ায় হালাল সনদ ইস্যুর প্রক্রিয়া তুলনামূলক বেশি সময় নিয়ে থাকে বিধায় সেখানে নবায়নের ক্ষেত্রে ৩ মাস পূর্বে আবেদন করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশে পরিদর্শন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে আবেদন দাখিলের ১৪ দিনের মধ্যে করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং পরিদর্শনের পর ১৫ দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে তার আবেদনের ফলাফল অবহিত করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যা থেকে প্রমাণিত হয় এখানে সর্বোচ্চ ১ মাসের মধ্যে আবেদনের সমাপ্তি সম্ভব।

৫. ব্যবসাস্থল পরিদর্শন

ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল সনদ নীতিমালার ১১ ধারায় কসাইখানা/কারখানা/শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন সম্পর্কিত নীতি বর্ণিত হয়েছে এবং ১২টি বিবেচনার মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। ধারা ১২তে 'পরিদর্শনের আওতা' উল্লেখ করা হয়েছে এবং এতে ৬টি উপধারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ধারা ১৩-তে 'পরিদর্শনের সাধারণ নীতিমালা'

উল্লেখ করা হয়েছে এবং এতে ৮টি উপধারা সংযোজিত হয়েছে। এসব ধারা ও উপধারাসমূহে মূলত ডকুমেন্ট যাচাই-বাছাই, উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, হ্যান্ডেলিং, বিতরণ ব্যবস্থাপনা, প্যাকেজিং, লেবেলিং ইত্যাদিতে শরীআতের হালাল নীতিমালা বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না তা পরিদর্শন করার নীতি রাখা হয়েছে। এছাড়া ধারা ১৪-এর উপধারা ২-এ উল্লেখ করা হয়েছে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর ১৪ দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে পরিদর্শন করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ উপধারায় পরিদর্শন কমিটির গঠন ও কার্যপরিধি তুলে ধরা হয়েছে।

অন্যদিকে মালয়েশিয়ার নীতিমালার ৯ম অধ্যায়ে নিরীক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। এতে নিরীক্ষক সম্পর্কে ২টি, নিরীক্ষণের পরিধি সম্পর্কে ৩টি, নমুনায়ন সম্পর্কে ৪টি, পুনর্নিরীক্ষণ সম্পর্কে ২টিসহ মোট ১১টি ধারা রয়েছে। এসব ধারার আলোকে কমপক্ষে দুইজন পরিদর্শক পরিদর্শনের কাজ সম্পন্ন করবেন। যাদের একজন ইসলামী শিক্ষা ব্যাকগ্রাউন্ডের হবেন এবং অন্যজন হবেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। পরিদর্শনের সময় হালাল সনদ প্রদানের সাধারণ ও বিশেষ শর্তসমূহ যথাযথ পূরণ হয়েছে কি না তা যাচাই-বাছাই করা হয়। ৫টি স্তরে এ পরিদর্শন সম্পন্ন হয় : সূচনা বৈঠক, দলীল-দস্তাবেজ নিরীক্ষণ, কর্মক্ষেত্র পরিদর্শন, চূড়ান্ত মূল্যায়ন ও সমাপ্তি বৈঠক। পরিদর্শক ল্যাব টেস্টের জন্য যেকোনো পণ্যের নমুনা, কাঁচামাল বা যেকোনো উপাদান গ্রহণ করতে পারবেন। ইসলামিক ডিপার্টমেন্টের নির্ধারিত সরকারি ল্যাবে উক্ত নমুনা/ কাঁচামালের পরীক্ষা সম্পন্ন হবে।

পরিদর্শনের ক্ষেত্রে উভয় দেশের মূলনীতির মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাযুজ্য বিদ্যমান। তবে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নীতিমালায় নমুনা/ কাঁচামাল/ উপাদান গ্রহণ সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। তবে ধারা ১০ এ বর্ণিত 'উপাদান বিশ্লেষণ' থেকে অবগত হওয়া যায় যে, হালাল সনদ প্রদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট উপাদানসমূহ সম্পর্কে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতামত গ্রহণ করা হয়।

৬. জনশক্তির কর্মসংস্থান ও পেশাগত উন্নয়ন

ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল সনদ নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হলে শর্তানুযায়ী কোম্পানিতে কিছু নতুন জনশক্তি নিয়োগ দিতে হবে। ধারা ১৪ এর ৯, ১০ ও ১১ এ সম্পর্কিত শর্ত বর্ণনা করছে যে, পণ্যের ধরন অনুযায়ী উৎপাদনের প্রত্যেক ব্যাচ সরেজমিন প্রত্যক্ষ করার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের রেজিস্ট্রিকৃত ও ধর্মীয় শিক্ষায় ন্যূনতম ফাজিল বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ২জন আলিম হালাল হারাম বিষয়ে মতামত দেওয়ার জন্য নিয়োগকৃত হবেন। তারা উৎপাদন প্রক্রিয়াসমূহ নিয়মিতভাবে প্রত্যক্ষ করে লিখিত প্রতিবেদন প্রদান করবেন। কারখানা কর্তৃপক্ষ তাদের বেতন ভাতা প্রদান করবেন। তবে এ নীতিমালায় হালাল সনদ সংশ্লিষ্ট জনশক্তির পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কোনো ধারা বা উপধারা নেই।

মালয়েশিয়ার নীতিমালার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে এ নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য ৪টি স্তরে জনশক্তির সম্পৃক্ততা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যার মধ্যে ৩টি স্তরে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। স্তরগুলো হলো, প্রতিটি কোম্পানির অভ্যন্তরীণ হালাল কমিটি, হালাল নির্বাহী, মুসলিম সুপারভাইজার/ নির্দিষ্ট সংখ্যক মুসলিম শ্রমিক ও Halal Assurance System নিশ্চিতকারী কর্মকর্তা। এ ৪টি স্তরের তৃতীয়টি ব্যতীত বাকি তিনটি পদই সৃষ্ট হতে হবে। তাছাড়া ৫ম অধ্যায়ের ১০ম ধারায় সংশ্লিষ্ট জনশক্তিকে হালাল ও হালাল নীতিমালা সম্পৃক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

বলা যায়, মালয়েশিয়ার নীতিমালা প্রতিফলনে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ও হালাল-হারাম নীতিমালায় পারদর্শী আলিমগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি রাখা হয়েছে। আবার জনশক্তির প্রশিক্ষণের প্রশ্নে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নীতিমালা কোনো নির্দেশনা দেয়নি।

৭. শ্রমিকদের ব্যাপারে নির্দেশনা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল সনদ নীতিমালায় হালাল সনদ আবেদনকারী বা হালাল সনদ প্রাপ্ত কোম্পানিতে কর্মরত শ্রমিকদের যোগ্যতা, দায়িত্ব, কর্তব্য, অধিকার ও এসবের সঙ্গে হালাল সনদ প্রাপ্তি/ স্থগিতকরণ/ প্রত্যাহার ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে কোন ধারা বা উপধারা নেই।

মালয়েশিয়ার নীতিমালার ৫ম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ ধারায় শ্রমিক সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, শ্রমিকগণ অবশ্যই নৈতিকতার অনুশীলন করবেন এবং Food Hygiene Regulations 2009 ও সম্পৃক্ত অন্যান্য নীতিমালা পরিপালন করবেন এবং নিয়মানুগ ড্রেস পরিধান করবেন। তাছাড়া ৯ম ধারায় মুসলিম শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত নামাযের স্থান, প্রত্যাহিক ৫ ওয়াক্ত ও জুমুআর নামাযের সুযোগ প্রদান, পোশাক পরিবর্তনের কামরা রাখার বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছে। অতএব ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল সনদ নীতিমালায় শ্রমিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কিছু ধারা যোগ করার অবকাশ রয়েছে।

৮. সনদ ইস্যুর ফিস

ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল সনদ নীতিমালার ১৫তম ধারাটি ফির পরিমাণ সংশ্লিষ্ট। ৪টি উপধারা সম্বলিত এই ধারায় হালাল সনদের আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের আকারের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন ফিস নির্ধারণ করা হয়েছে। কারখানা ও জবাইখানা/কসাইখানার ক্ষেত্রে ছোট, মাঝারি ও বড় ধরনের জন্য যথাক্রমে ৫, ১০, ২০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দেশী/ আন্তর্জাতিক হোটেলের প্রতি ইউনিটের ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ১০০০/= (একহাজার) টাকা। হালাল খাদ্য, ভোগ্যপণ্য, প্রসাধনসামগ্রী ও ফার্মাসিউটিক্যাল্সসহ অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে ফ্যাক্টরী মূল্যের উপর শতকরা ০.০৮ টাকা (প্রতি একশত টাকার জন্য আট পয়সা) নির্ধারণ করা হয়েছে। তাছাড়া এ ধারার ভিত্তিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বোর্ড অব গভর্নসকে এ ফিস বৃদ্ধির ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

মালয়েশিয়ার নীতিমালার ৮ম অধ্যায়ে সনদ ইস্যুর ফিসের বর্ণনা এসেছে এবং এতে ৪টি ধারা সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে ফিসের পরিমাণ তুলে ধরা হয়েছে সংযুক্তি ২ এ। পণ্য, পরিবহন ও উৎপাদন সেবাদানকারী কোম্পানিকে ৪টি প্রকারে বিভক্ত করে ফিস নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে ক্ষুদ্র, ছোট, মাঝারি ও বহুজাতিক এর জন্য বার্ষিক ১০০, ৪০০, ৭০০ ও ১০০০ মালয়েশিয়ান রিংগীত। খাদ্য প্রস্তুত ও প্রক্রিয়াকরণ হোটেলের প্রতিটি রন্ধনশালার জন্য ৪ তারকা ও তদূর্ধ্ব বার্ষিক ৫০০ ও ৩ তারকা ও তৎনিম্ন বার্ষিক ২০০ রিংগীত। ক্যাটারিং ও সম্মেলন কেন্দ্রের রন্ধনশালার জন্য ছোট, মাঝারি, বড় যথাক্রমে ১০০, ৪০০ ও ৭০০ রিংগীত। জবাইখানার জন্য ছোট, মাঝারি ও বড় যথাক্রমে ১০০, ৪০০ ও ৭০০ রিংগীত।

উভয় দেশের উপরিউক্ত ফিস থেকে প্রমাণিত হয়, কারখানার ক্ষেত্রে উভয় দেশের ফিস কাছাকাছি হলেও আন্তর্জাতিক হোটেলের ক্ষেত্রে মালয়েশিয়ার নির্ধারিত ফিস অনেক বেশি। আবার জবাইখানার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ফিস বেশি ধরা হয়েছে। তবে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নীতিমালায় ছোট, মাঝারি ও বড় আকারের কারখানার কথা উল্লেখ থাকলেও এর কোনো পরিচয় তুলে ধরা হয়নি। পক্ষান্তরে মালয়েশিয়ার বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক লেনদেনের ওপর ভিত্তি করে ক্ষুদ্র, ছোট, মাঝারি, বড় ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন পণ্য, পরিবহন ও উৎপাদন সেবাদানকারী কোম্পানির ক্ষুদ্র বলতে যার বার্ষিক লেনদেন সর্বোচ্চ ৩০০০০০/=, ছোট বলতে ৩০০০০০/= থেকে ১৫ মিলিয়নের মধ্যে, মাঝারি বলতে ১৫-৫০ মিলিয়নের মধ্যে ও বহুজাতিক বলতে ৫০ মিলিয়ন রিংগীতের উর্ধ্বে।

৯. সনদ প্রদানোত্তর মনিটরিং ও সনদ প্রত্যাহার

ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল সনদ নীতিমালা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ ইসলামিক ফাউন্ডেশন সনদ প্রদানের পর যেকোনো সময় আকস্মিক পরিদর্শন, মনিটরিং, সনদ পুনর্বিবেচনা/স্থগিত/ প্রত্যাহার/পুনঃপরীক্ষা করতে পারবে। আকস্মিক পরিদর্শন সম্পর্কে ধারা ১৪ এর উপধারা ৮ এ বলা হয়েছে, "সনদ ইস্যুর পর মাঝে মাঝে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ আকস্মিক পরিদর্শন অব্যাহত রাখিবে।" ধারা ১৩ এর উপধারা ৮ অনুযায়ী হালাল সনদ প্রদানের পর নীতিমালা পরিপালনে কোনো বিচ্যুতি দেখা দেয় তবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন উক্ত সনদ পুনর্বিবেচনা/স্থগিত/ প্রত্যাহার করার অধিকার রাখে। পুনঃপরীক্ষা সম্পর্কে ধারা ১৬ এর ১ উপধারায় উল্লেক করা হয়েছে, "হালাল সনদ ও লোগো প্রদানের পরেও কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে যে, হালাল খাদ্য, ভোগ্যপণ্য, প্রসাধনসামগ্রী ও ফার্মাসিউটিক্যাল্স প্রস্তুত, প্যাকেটজাতকরণ, পরিবহন ও সংরক্ষণ হালাল উপায়ে হয়েছে কি না তাহা পুনঃপরীক্ষা করা যাইবে।"

মালয়েশিয়ার নীতিমালার ১০ম অধ্যায়ে পর্যবেক্ষণ ও ক্ষমতা প্রয়োগ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট ৮টি আইন ও নীতিমালা এবং ক্ষমতা প্রয়োগ,

পর্যবেক্ষণের ধরন, সম্পৃক্ত লঘু, গুরুতর, মারাত্মক অপরাধ ও তার বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা, অভিযোগ গ্রহণ, অভিযোগ নিস্পত্তি, মামলা, আপিল ইত্যাদি বিষয়ক ধারা তুলে ধরা হয়েছে। ১০.৩ ধারায় নিয়মিত, বিশেষ, অগ্রগতি পর্যবেক্ষণমূলক ও অভিযোগের প্রেক্ষিতে পরিদর্শন এই চার ধরনের পরিদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে। ১০.২ ধারা অনুযায়ী পরিদর্শন কোনো প্রকার পূর্ব নোটিশ ছাড়াই সম্পন্ন করা হবে। ১১০. ৪ ধারা ও সংশ্লিষ্ট উপধারায় হালাল সনদ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অপরাধ তুলে তার শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। তাছাড়া এ সংক্রান্ত অভিযোগ, মামলা, আপিল ইত্যাদির নিস্পত্তি বিষয়ক নীতিমালাও উল্লেখ করা হয়েছে।

উভয় দেশের নীতিমালাতে সনদ প্রদানোত্তর পরিদর্শন সনদ পুনর্বিবেচনা/স্থগিত/ প্রত্যাহার সংক্রান্ত আলোচনা স্থান পেলেও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নীতিমালায় সংশ্লিষ্ট অপরাধের ধরন, প্রকৃতি, কোন অপরাধের জন্য কি শাস্তি, এ সংক্রান্ত অভিযোগ, আপিল ইত্যাদি সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা সংযুক্ত হয়নি।

১০. সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটি

ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল সনদ নীতিমালার ১৪ ধারায় দুটি কমিটি ও তার গঠনপ্রণালি উল্লেখ করা হয়েছে। উপধারা ২.১ এ পরিদর্শন কমিটি সম্পর্কে বলা হয়েছে, সরেজমিন পরিদর্শনের নিমিত্ত মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত নিম্নরূপ একটি কমিটি থাকবে:

১. একজন মুফতি/ মুফাসসির/ মুহাদ্দিস — আহবায়ক
২. দ্রব্যসামগ্রীর প্রকৃতি অনুযায়ী একজন বিশেষজ্ঞ — সদস্য
৩. হালাল সনদ বিভাগের ডেস্ক অফিসার — সদস্য-সচিব

উপধারা ৪.১ অনুযায়ী হালাল সনদ ও লোগো ইস্যুর জন্য বোর্ড অব গভর্নরস কর্তৃক অনুমোদিত একটি কমিটি থাকবে। কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে:

১. মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন — সভাপতি
২. বিসিএসআইআর এর একজন প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) — সদস্য
৩. ইসলামী ফাউন্ডেশনে কর্মরত মুফতি/ মুফাসসির/ মুহাদ্দিস — সদস্য
৪. আইটেম সংশ্লিষ্ট এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ — সদস্য
৫. হালাল সনদ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালক — সদস্য-সচিব

১৩ অধ্যায়ে মালয়েশিয়া হালাল সনদ প্যানেল গঠন ও নিয়োগ, তাদের ক্ষমতা, দায়িত্ব সম্পর্কিত বিধি তুলে ধরা হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, JAKIM হালাল উপদেষ্টা কমিটি JAKIM হালাল সনদ প্যানেল নিয়োগ প্রদান করবে। রাজ্যগুলোর জন্য MAIN রাজ্য হালাল সনদ প্যানেল নিয়োগ দেবে। প্রত্যেক কমিটির সদস্য হবে কমপক্ষে ৭জন। JAKIM হালাল সনদ প্যানেলের কাঠামো নিম্নরূপ:

১. সভাপতি : হালাল হাবের ডাইরেক্টর
২. সেক্রেটারি : প্রধান সহকারী পরিচালক (হালাল সনদ ব্যবস্থাপনা)
৩. কমপক্ষে ২ জন শরীআহ বিশেষজ্ঞ মেম্বর
৪. কমপক্ষে ১জন বিষয়-বিশেষজ্ঞ
৫. কমপক্ষে ২ জন মনোনীত সদস্য

রাজ্য হালাল সনদ প্যানেলের কাঠামো হবে নিম্নরূপ:

১. সভাপতি: পরিচালক, রাজ্য ধর্ম-বিষয়ক অধিদপ্তর
২. সেক্রেটারি : প্রধান সহকারী পরিচালক (হালাল সনদ ব্যবস্থাপনা)
৩. JAKIM এর হালাল হাব ডিভিশনের প্রতিনিধি
৪. কমপক্ষে ২ জন শরীআহ বিশেষজ্ঞ মেম্বর
৫. কমপক্ষে ১জন বিষয়-বিশেষজ্ঞ
৬. ১ জন মনোনীত সদস্য

উভয় দেশে নিজ নিজ সুবিধা ও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কমিটির গঠনপ্রণালি ও কাঠামো নির্ধারণ করলেও ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল নীতিমালায় এ কমিটির দায়িত্ব কর্তব্য, ক্ষমতা, মেয়াদ ইত্যাদি বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেনি। নীতিমালার পূর্ণতার জন্য এসব বিষয়ের সংযোজনী অতি গুরুত্বপূর্ণ।

১১. সনদধারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল সনদ নীতিমালায় হালাল সনদধারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব-কর্তব্য ও করণীয় সম্পর্কে আলাদা কোনো নির্দেশনা প্রদান করেনি।

পক্ষান্তরে মালয়েশিয়ার নীতিমালার ১১ অধ্যায়ে হালাল সনদ ও লোগো ব্যবহারের শর্তাবলি উল্লেখ করতে যেয়ে কিছু সাধারণ শর্ত এবং প্রতিষ্ঠান ভেদে কিছু বিশেষ শর্ত প্রদান করা হয়েছে। একইভাবে অধ্যায় ১২-তে সনদধারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব কর্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। যেমন কোম্পানির তথ্যে কোন পরিবর্তন এলে তা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা, সনদ হারিয়ে গেলে পুলিশ ও কর্তৃপক্ষকে অবগত করানো, প্রতি ২ বছর পর সনদ নবায়ন করা, জনশক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান, সংশ্লিষ্ট নীতিমালার পরিপালন ইত্যাদি।

অতএব ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল সনদ নীতিমালাকে আরও স্পষ্ট, যুগোপযোগী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে এতে এসব শর্ত অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

গবেষণা ফলাফল

"হালাল সনদ ইস্যুর প্রক্রিয়া ও নীতিমালা : বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার একটি তুলনামূলক আলোচনা" শীর্ষক গবেষণাকর্ম থেকে যেসব ফলাফল অর্জিত হয় তা নিম্নরূপ:

১. ইসলামী শরীয়ায় হালাল হারামের গুরুত্ব অত্যধিক। হালাল ভক্ষণ ছাড়া কারো ইবাদত কবুল হয় না, দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি নিশ্চিত হয় না বিধায় হালাল পণ্য, ভোগ্য সামগ্রী, কসমেটিকস, ফার্মাসিউটিক্যাল্স ও অন্যন্য বস্তু হালাল কি না তা নিশ্চিত হওয়া একজন মুসলমানের জন্য আবশ্যক। এ কারণেই পণ্যের হালাল সনদ ও হালাল লোগো জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২. হালাল সনদ বলা হয় আইনগত কোনো সংস্থা কর্তৃক কোনো পণ্য বা সেবা সর্ম্পকে এ মর্মে প্রত্যয়নপত্র প্রদান যে, উক্ত পণ্য বা সেবাটি ইসলামী শরীয়ার হালাল নীতিমালার আলোকে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং প্রস্তুতি, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেটজাতকরণ, লেবেলিংসহ প্রত্যেক স্তরে শরীয়ার পরিপালন করা হয়েছে বিধায় মুসলিম ব্যক্তির জন্য তা ব্যবহার বৈধ।

৩. সমকালীন বিশ্বে মুসলিম ও অমুসলিম দেশে হালাল সেক্টর ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। এই সেক্টরের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে হালাল খাদ্য, ভোগ্যপণ্য, প্রসাধন সামগ্রী, ফার্মাসিউটিক্যাল্সসহ অন্যান্য দ্রব্য দেশীয় ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশে এ সেক্টরে প্রচুর রাজস্ব আয়ের সম্ভাবনা রয়েছে।

৪. ২০০৭ সাল থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে হালাল সনদ প্রদান শুরু করলেও এ সম্পর্কিত নীতিমালা প্রস্তুত করা হয় ২০১৫ সালে। কিন্তু এ বিষয়ক কোনো পূর্ণাঙ্গ আইন ও সহায়ক আইন, নীতিমালা, ম্যানুয়াল এখনও হয়নি।

৫. মালয়েশিয়ায় হালাল সনদ কার্যক্রম পরিচালনা করে সেদেশের ধর্মমন্ত্রণালয়াধীন প্রতিষ্ঠান Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)। সেদেশে এ বিষয়ক কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৭৬ সাল থেকে যদিও ২০০৫ সালে এ সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ আইন ও নীতিমালা প্রস্তুত করা হয়। যা এ পর্যন্ত ২০১১ ও ২০১৫ সালে দুইবার পরিমার্জন করা হয়েছে। এছাড়া সেখানে এ সংক্রান্ত কিছু সহায়ক আইন ও নীতিমালাও রয়েছে।

৬. বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে হালাল সনদ ইস্যুর প্রক্রিয়া ও এ বিষয়ক নীতিমালার তুলনামূলক পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে, মালয়েশিয়া এক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রসর। নীতিমালা, ম্যানুয়াল, আইন ইত্যাদি আইনগত ভিত্তি মজবুতকরণ, প্রায়োগিক দিকসহ সার্বিক বিবেচনায় দেশটি এক্ষেত্রে অভীষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে এগিয়ে যাচ্ছে।

সুপারিশ

“হালাল সনদ ইস্যুর প্রক্রিয়া ও নীতিমালা : বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার একটি তুলনামূলক আলোচনা” শীর্ষক গবেষণান্তে নিম্নরূপ সুপারিশ পেশ করা যেতে পারে:

১. **নীতিমালা সংস্কার :** ‘ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল সনদ নীতিমালা’ সংস্কার করে এতে আরও নতুন নতুন বিষয়, ধারা, উপধারা সংযোজন করা যেতে পারে, যাতে এটি একটি পরিপূর্ণ নীতিমালায় পরিণত হয় এবং কোনো বিষয়ে অস্পষ্টতা ও জটিলতা না থাকে;

২. **সহায়ক নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন :** এ সুপারিশটিও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা বাংলাদেশে এক্ষেত্রে একটি নীতিমালা ছাড়া কিছুই নেই। অথচ এর জন্য পৃথক আইন, ম্যানুয়াল, সহায়ক বিভিন্ন আইন প্রয়োজন;

৩. **ল্যাব ও গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা :** উভয় দেশের জন্য পণ্য-দ্রব্যের কাঁচামাল ও বিভিন্ন উপাদান-উপকরণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নিজস্ব ল্যাব ও গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা জরুরী। কেননা যথার্থ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে হালাল সনদ ইস্যু করতে হলে বিভিন্ন ধরনের ল্যাব টেস্ট, এমনকি ডিএনএ টেস্টেরও প্রয়োজন দেখা দেয়। যার জন্য নিজস্ব ল্যাবরেটরি থাকা অত্যন্ত জরুরি। তাছাড়া এ সেক্টরের নতুন নতুন বিষয়ের শরয়ী সমাধানের জন্য গবেষণাগার থাকাও প্রয়োজন;

৪. **প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা :** মালয়েশিয়ার নীতিমালায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা উল্লেখ করা হয়নি। অতএব, বাংলাদেশে সংশ্লিষ্ট জনশক্তির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, যাতে কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যথাযথ হালাল নীতিমালা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়;

৫. **জনশক্তি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি :** উভয় দেশের বিশেষত বাংলাদেশের হালাল সেক্টরে জনশক্তি বৃদ্ধি করা জরুরি; হালাল সনদ ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগে জনবল বৃদ্ধি একান্তই প্রয়োজন, আবার হালাল সনদ প্রাপ্ত কোম্পানিতে ‘হালাল নির্বাহী’/ ‘হালাল সুপারভাইজার’ ইত্যাদি পদ সৃষ্টি সময়ের দাবি।

উপসংহার

মুসলমানদের জন্য হালাল-হারামের গুরুত্ব অপরিসীম। হালাল খাদ্যগ্রহণ আবশ্যক এবং হারাম খাদ্য গ্রহণ করলে ইবাদত যেমন কুবল হবে না, তেমনি আখিরাতেও শাস্তি রয়েছে। খাদ্যদ্রব্য ও ভোগ্যপণ্য হালাল কি-না তা নিশ্চিত হওয়া একজন মুসলমানের জন্য জরুরি। স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত হালাল সনদ ও হালাল লগো ব্যবহার করলে খাদ্যদ্রব্য ও ভোগ্যপণ হালাল কি-না সে-ব্যাপারে নিশ্চিত ধারণা পাওয়া যায়। বর্তমান বিশ্বে মুসলিম ও অমুসলিম দেশে হালাল খাদ্য, পণ্য ও প্রসাধনীর বাজার দিন দিন বিস্তৃতি লাভ করছে এবং বিশ্ববাজারের বড় একটি জায়গা দখল করে নিয়েছে। বিশ্ববাজারে বর্তমানে হলাল পণ্যের চাহিদা বিপুল। বাংলাদেশে ২০০৭ সাল থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল সনদ প্রদান করে এলেও তারা

সাধারণ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে ২০১৫ সালে। যদিও তাদের এই ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ আইন নেই, পণ্যের উপাদান ও মান যাচাইয়ের জন্য উপযুক্ত গবেষণাগার বা ল্যাবরেটরি নেই, নেই দক্ষ জনবল ও অবকাঠামো। অন্যদিকে মালয়েশিয়ায় হালাল সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের রয়েছে সুসংহত আইন, স্বীকৃত গবেষণাগার ও দক্ষ জনবল। হালাল সনদ ইস্যুকরণের ক্ষেত্রে মালয়েশিয়া বাংলাদেশের চেয়ে অনেক অগ্রসর। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে হালাল সনদের গ্রহণযোগ্যতা ও গুরুত্ব পেতে চাইলে এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত রাজস্ব আয় করতে চাইলে প্রবন্ধে সুপারিশকৃত নীতিগুলো অবলম্বন করা যেমন জরুরি, তেমনি সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে যাবতীয় প্রক্রিয়ার আধুনিকায়ন করাও জরুরি।

Bibliography

Al-Qurān al-Karīm

Hinkelman, Edward G. 2020. *Dictionary of International Trade*. World Trade Press. https://www.globalnegotiator.com/international-trade/dictionary/halal-certificate/, retrieved on 01/03/2020.

Ibn Hazar, Ahmad Ibn Alī al-Asqalanī. 1379H. Fath al-Barī Sharh Sahīh al-Bukharī. Barut: Dīr al-Marifa

IFa Halal Ordinance 2015. *Proceding of Bangladesh Halal Expo 2017*. Dhaka: Islamic Foundation, Halal Division.

IFA, Islamic Foundation. 2017. *Proceding on Bangladesh Halal Expo 2017*. Dhaka: Islamic Foundation, Halal Division.

IMARC. 2020. *Halal Food Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2020-2025*. https://www.imarcgroup.com/halal-food-market#:~:text=The%20global%20halal%20food%20market,US%24%201.8%20Trillion%20in%202019. retrieved on: 12/09/2020

Ittefaq, *Daily Ittefaq*. 2018. https://archive1.ittefaq.com.bd/trade/2018/08/10/166609.html retrieved on: 19/03/2020

JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. 2015. *Manual Procedure for Malaysia Halal Certification (Third Revision) 2014*, Putrajaya: JAKIM,

Jamiat, *Jamiat-e-Ulama al-Hind*. 2020. https://www.jamiathalaltrust.org/arabic/what-is-halal-certification.html, retrieved on 01/03/2020.

Muslim, Abū al-Ḥusain Muslim Ibn Ḥajjāj Al-Qushairī Al-Nishapūrī. 2006. *Al-Musnad al-Saḥīḥ* (In 1 Vol). Riyadh: Dār Ṭayyiba.

Our Islam, Online news portal. 2019-A. https://www.ourislam24.net/2019/10/29/ পণ্যের-হালাল-সার্টিফিকেট/ retrieved on 19/03/2020

Our Islam, Online news portal. 2019-B. https://www.ourislam24.net/2019/10/28/হালাল-পণ্যের-সনদ-দিচ্ছে-ই/ retrieved on 01/04/2020

Tufaha. 2020. https://altufaha.com/شهادة-حلال/ retrieved on 01/03/2020.